ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 6 August, 2024 ■ আগরতলা ৬ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ২১ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রস্তুতি

সোমবার সেনাআধিকারিকদের উপস্থিতিতে হাসিনার পদত্যাগের সেই ছবি।

পদত্যাগের পর দেশে ছাড়লেন হাসিনা

গণভবন দখলেরর পরের চিত্র।

বাংলাদেশে রক্তক্ষয়ী গণ আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন। এরপরই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছেন সে-দেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি বলেন, সমস্ত হত্যা, সমস্ত অবিচারের বিচার আমরা করব। সেনাবাহিনীর ওপর আস্থা রাখেন। আপনারা আশাহত হবেন না। সোমবার বাংলাদেশ সময় বিকাল পৌনে ৪টার দিকে সেনা সদরে দেশের সমস্ত জনগণের উদ্দেশ্যে ওই ঘোষণা দেন তিনি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা অসহযোগের দ্বিতীয় দিন ঢাকামুখী লং মার্চ কর্মসূচিতে ছাত্র-জনতার রাজপথে নেমে আসার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করলে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। বাংলাদেশ ছেড়ে আপাতত ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন শেখ হাসিনা।

অভিজিৎ রায় চৌধুরী।। নয়াদিল্লি
মনির হোসেন।। ঢাকা

উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদে হিন্ডন এয়ারবেসে শেখ হাসিনাকে নিয়ে বাংলাদেশ বায়ুসেনার বিশেষ বিমান বিকাল ৫টা ৩৬ মিনিটে অবতরণ করেছে। তবে, তিনি ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চাননি। ফলে, আজ নয়তো আগামীকাল তিনি ভারত ছেড়ে অন্যদেশে চলে যাবেন। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ বর্তমানে সেনাবাহিনীর অধীনে রয়েছে। বাংলাদেশ বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে চেপে গণভবন ছেড়েছেন তিনি। সেখান থেকে বায়ুসেনার ঘাঁটিতে যান এবং বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে তিনি দেশ ছেড়ে ভারতে আসেন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সেনাপ্রধান সে দেশে অর্নবতী সরকার গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। এদিন দেশ ছাড়ার পূর্বে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে চেয়েছিলেন হাসিনা। সেনাবাহিনী তাঁকে সেটা করতে দেয়নি।

সেনাপ্রধান তার বক্তব্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক ‘সফল’ হওয়ার কথা তুলে ধরে বলেন, আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন যত দাবি আছে পূরণ হবে। আপনারা সব ধরনের সহযোগিতা করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি। শান্তি ফিরিয়ে আনব। আপনারা সহযোগিতা করেন। দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। তিনি বলেন, ‘‘প্রধান দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা প্রস্তাব রেখেছি। সবাই রাজি হয়েছেন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনা করা হবে। রাষ্ট্রপতির সাথে সেবিষয়ে আলোচনা করব। সেনাপ্রধান জানান, আলোচনায় জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান, বিএনপির শীর্ষ স্থানীয় নেতারা, জাতীয় পার্টির নেতারা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসিফ নজরুল, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জুনাইদ সাকি উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল মিউজিয়াম ধাওধাও করে জ্বলছে।

প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বেশ কিছু ভাস্কর্য গুঁড়িয়ে দিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে হামলা চালিয়ে লুটপাট ও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুনে পুড়ে গেছে বঙ্গবন্ধুর বসবাসের এই তিনতলা বাড়ির প্রতিটি কক্ষ। জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ভবনের সামনের দিকে শ্রদ্ধা নিবেদনের অংশে রাখা তাঁর প্রতিকৃতিও। সোমবার বিকাল ৪টার দিকে এই বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর পর থেকে বাড়িটিতে আগুন জ্বলতে থাকে। আন্দোলনকারীরা ঐতিহাসিক এই বাড়িতে যখন আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল, তখন তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিল। ১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর থেকে শেখ মুজিব এই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। এই বাড়িতে থেকেই পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই বাড়ি থেকেই একাত্তরের ২৫ শে মার্চের রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গ্রেপ্তার করেছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্টে এই বাড়িতেই সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে তাকে হত্যা করা হয়।

সাড়ে ১৫ বছর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা তুমুল গণআন্দোলনের পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন। সরকারের পতনের পর সারাদেশে ছাত্র-জনতার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বিজয় মিছিল করছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশত্যাগ করায় রাজধানীতে বিজয় উল্লাস করেছে মানুষ। তাঁর দেশ ছাড়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী জুড়ে রাস্তায় নেমে পড়ে মানুষ। পতাকা হাতে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে তারা বিজয়োল্লাস করেন। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, শাহবাগ ও শহীদ মিনার এলাকায় জনস্রোত নামে। অনেকে বিজয়সূচক ‘ভি’ চিহ্ন দেখিয়ে, ভেঁপু আর ঢোল বাজিয়ে নেচে-গেয়ে উল্লাস করেন। তাদের অনেকের হাতে ও মাথায় বাঁধা ছিল জাতীয় পতাকা। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবরে এদিন গণভবনের দিকে ঢল নামে মানুষের। তারা গণভবনের ভেতরে প্রবেশ করে উল্লাস করেন। সেখান থেকে নামিদামি জিনিসপত্র, টেলিভিশন, ফুলের টব, হাঁস, বালতি, মাছ, মাংস নিয়েও বের হতেও দেখা গেছে অনেককে। সংসদ ভবনের বিভিন্ন কক্ষেও প্রবেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের পরিস্থিতি ঃ সীমান্তে হাইঅ্যালার্ট জারি বিএসএফের

গুয়াহাটি, ৫ আগস্ট (হি.স.) ।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শেখ হাসিনার ইস্তফার পর ভারতের সব বাংলাদেশ সীমান্তে হাইঅ্যালার্ট জারি করছে বিএসএফ। বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে কলকাতায় এসেছেন বিএসএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি) দলজিৎ চৌধুরী।

বিএসএফ-এর মিজোরাম-কাছাড় ফ্রন্টিয়ারের জনৈক পদস্থ আধিকারিক এ খবর দিয়ে জানান, গত প্রায় কুড়িদিন থেকে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে পশ্চিমবঙ্গ সহ অসমের করিমগঞ্জ, কাছাড়; ধুবড়ি জেলার ঘোষপাড়া, ঘিউমারি, তিস্তাপাড়া, সিংগালদা, বিন্নাছড়া বিওপি-র কাছে দেড়শো মিটার উন্মুক্ত গঙ্গানদী; মেঘালয়ের রাতাছড়া, ডাউকি; ত্রিপুরা এবং মিজোরামের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। এর মধ্যে আজ খোদ প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়ার ঘটনায় ভারতের সব বাংলাদেশ সীমান্তে হাইঅ্যালার্ট জারি করে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। তিনি জানান, অসম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হয়েছে। তাঁদের নির্দিষ্ট সীমান্তবর্তী এলাকায় মোতায়েন করেছেন সংশ্লিষ্ট বোর্ডার আউট পোস্ট কর্তৃপক্ষ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ত্রিপুরা সরকারের অন্যতম শরিক তিপ্রা মথার নেতা প্রদ্যোতমাণিক্য দেববর্মা গতকাল তাঁর এক্স হ্যান্ডলে বাংলাদেশে নতুন করে সৃষ্ট বিক্ষোভের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বচ্ছভাবে ভোট হলে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, তেলিয়ামুড়া, ৫ আগস্ট ।। আমবাসা সফর করলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশীষ সাহা। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে কেকমাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী মনিন্দ্র দেবনাথ সহ ৬ প্রার্থীর এর সমর্থনে বাড়ি বাড়ি প্রচার ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন মনিন্দ্র দেবনাথ এর বাসভবনে এক সভায় মিলিত হন কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

দলীয় কর্মীদের নিয়ে সভা করেন তিনি। সভা শেষে কেকমাছড়া ৫ নং ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার করেন তিনি। এ দিনের এই কর্মসূচিতে রাজ্য সভাপতি আশীষ কুমার সাহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমবাসা ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪৮ ঘণ্টার জন্য অনশনে বসলো আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। কাঞ্চনপুরে ৪৮ ঘণ্টার জন্য অনশনে বসল আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠন। ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তারা অনশনে বসেছে। অবিলম্বে তাদের দাবি পূরণ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে গড়ে তোলা হবে বলে হুশিয়ারী দিয়েছেন সংগঠনের কর্মীরা।

সংগঠনের এক কর্মী জানিয়েছেন, গত ২০১৮ সাল থেকে রাজ্য সরকারের নিকট তাদের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দাবি পূরণের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। তাই আজ থেকে কাঞ্চনপুরে ৪৮ ঘণ্টার জন্য অনশনে বসল আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠন। দাবিগুলি হল, অবিলম্বে প্রত্যাবর্তনকারীদের বিচারাধীন মামলা প্রত্যাহার করা, পুর্নবাসনের প্যাকেজ দেওয়া, জমির সীমানা নির্ধারণ করা সহ পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছে।

নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সরকারে লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট।। বিদ্যুৎ ভোক্তাদের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে কাজ করছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণে গুণগতমান যাতে বজায় থাকে সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা থাকলে তা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে বিদ্যুৎ দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

সভায় বিদ্যুৎ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি ও সাফল্য পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের যেসমস্ত প্রকল্প রয়েছে তা রূপায়ণে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। রাজ্যে যেসমস্ত এলাকায় পুরাতন বিদ্যুৎ পরিবাহী তার রয়েছে তা দ্রুত পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুতের ট্রান্সফরমারগুলোতে প্রয়োজনীয় লোডের সমতা বজায় রাখার জন্য এয়ার কন্ডিশনার (এসি) ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এসি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে দপ্তরকে উদ্যোগী হতে হবে। পাশাপাশি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারগুলি নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের উপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিগুলোকে কিভাবে আরও উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বিদুৎ দপ্তরকে। সৌরশক্তির ব্যবহার আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে বিশেষ অভিযানও শুরু করতে হবে। বেসরকারি ও বিভিন্ন সরকারি বিল্ডিংগুলোতে আরও বেশী করে সৌরশক্তি ব্যবহার করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৯৪ ▫ ৬ আগস্ট ২০২৪ ইং▫ ২১ শ্রাবণ ▫ মঙ্গলবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগ নতুন ইতিহাসের সাক্ষী !

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতন ঘটিল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার আঁচ যাহাতে সীমান্ত এলাকাগুলিতে না পড়ে , সেজন্য চার হাজার ৯৬ কিলোমিটার ভারত---বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়িয়া চূড়ান্ত সতর্কতা জারি করিয়াছে বিএসএফ। বিভি জায়গায় সীমান্ত সিল করিয়া দেওয়া হয়। বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। দিল্লিতে শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও ভারতীয় সেনার আধিকারিকরা। সোমবার সন্ধ্যায় ভারতের মুখ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় হাসিনার। পরিস্থিতি বুঝিয়া তিনি রিপোর্ট কররিবেন প্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রীকে। তাঁহার নিরাপত্তার দায়িত্বে রহিয়ায়েছেন ভারতীয় সেনার বিশেষ বাহিনী। এদিকেবাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়া বৈঠকে বসেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সবরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়া বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদা করিয়া কথা বলিয়াছেন লোকসভআর বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও।শেখ হাসিনা কয়েকদিন দিল্লিতে থাকিবেন। প্রায় দু-মাস ধরিয়া অশান্ত বাংলাদেশে অবশেষে পতন ঘটিল হাসিনা সরকারের। দ্বিতীয় দফায় রবিবার থেকে অশান্তির পর অবশেষে সোমবার গণভবনের দখল নেয় বিক্ষুব্ধ জনতা। তারপরই সেনাপ্রধান ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক করিয়া প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেন শেখ হাসিনা। সোমবার দুপুর নাগাদ প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেওয়ার পর দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। শুধুমাত্র কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীর ঘেরাটোপে গাড়ি থেকে নামিয়া সোজা সামরিক চপারে উঠে দেশ ত্যাগ করেন পঞ্চমবার জয়ী বাংলাদেশের সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁহার সঙ্গে চপারে ওঠেন বোন রেহেনাও। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছাড়িবার পরই আন্দোলনকারীদের উচ্ছ্বাস বাঁধ ভাঙে। গণভবনে ঢুকিয়া তাণ্ডব চালানো, এমনকি মুক্তিযোদ্ধার নায়ক বঙ্গবন্ধুর মূর্তি পর্যন্ত ভাঙার চেষ্টা করে বিক্ষুব্ধরা। শেখ হাসিনা দেশ ছাড়িবার আগেই তাঁহার বাসভবন, ''গণভবন'' ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল বিক্ষুব্ধরা। তাহার পর জনস্রোতের কাছে হার মানে নিরাপত্তা বাহিনী। বিক্ষুব্ধ জনতা গণভবনের অন্দরে ঢুকিয়া ভবনের দখল নেয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া সতর্কতা জারি করিয়াছে বিএসএফ। প্রায় ৪ হাজার ৯৬ কিমি জুড়িয়া রহিয়াছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত। সোমবার বিএসএফ-এর ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী এবং সিনিয়র কমান্ডার কলকাতায় আসেন। তাঁহারা শহরে নামিয়াই সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। এদিন এই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর শীর্ষ কর্তারা দ্রুত সমস্ত ফিল্ড কমান্ডারদের মাঠে নামিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সমস্ত বাহিনীকে সীমান্তে মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ আরও এক নতুন ইতিহাসের সাক্ষী হইতে চলিয়াছে।

ডিভিসিকে দোষারোপ বন্ধ করে কাজ করুন, মমতাকে কটাক্ষ জগন্নাথের

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে প্লাবনের জন্য ডিভিসি-কে লাগাতার দায়ী করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সোমবার প্রকাশ্যে তাঁকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

সোমবার ডিভিসি-র জল ছাড়ার নির্দেশিকা-র প্রতিলিপি-সহ জগন্নাথ এক্স বার্তায় লেখেন, “আজ সকাল ১০ টায় ডিভিসি বন্যার হলুদ সতর্কতা প্রত্যাহার করেছে। এখন মমতা বন্দোপাধ্যায় ডিভিসিকে দোষারোপ করা বন্ধ করে নিম্ন জলমগ্ন এলাকাগুলোয় আপনার কাজ করুন। অবশ্যই এই জলমগ্নতা ‘মনুষ্যসৃষ্ট’ এবং সেই ''মানুষ'' হল আপনার বন্ধু জেএমএম-এর হেমন্ত সোরেন। কেন তিনি আপনার অনুমতি ছাড়া জল ছাড়লেন?”

প্রসঙ্গত, শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা আলাপন বন্দোপাধ্যায়ও অভিযোগ করেছিলেন যে ডিভিসি জল ছাড়ায় বাংলার তিন থেকে চারটি জেলা বন্যা হয়েছে।এর পর রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করে বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় শনিবারও দাবি করেন যে ডিভিসি জল ছাড়ার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়েছিল।

জয়নগরে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত এক, জখম পাঁচ

জয়নগর, ৫ আগস্ট (হি.স.): জয়নগরের বকুলতলা থানার বেলেদুর্গানগর পঞ্চায়েতের পূর্ব রঘুনাথপুর গ্রামে মাটির ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়ে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। রবিবার রাতে এই ঘটনায় পাঁচ জন আহত হন এবং একজনের মৃত্যু হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাটির বাড়িতে রাতে খাওয়া সেরে পরিবারের সদস্যরা ঘুমোচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎই ঘরের দেওয়াল ভেঙে পড়ে। আহতদের মধ্যে পাঁচ ও নয় বছরের দুই শিশু, বছর পনেরোর দুই কিশোর-কিশোরী এবং এক প্রাপ্তবয়স্ক নারী রয়েছেন। আহতদের প্রথমে নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার পর কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। আহতদের মধ্যে শাহানারা জমাদার (৩২), মিরাজ আলি জমাদার (১৫), সূরাজ জমাদার (১৩), নাসরিন জমাদার (৯) এবং সরফরাজ জমাদার (৫) রয়েছেন। কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথে শাহানারা জমাদারের মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির ফলে মাটির দেওয়াল দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং এই কারণেই দেওয়াল ভেঙে পড়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ফের অস্বস্তিতে কেজরিওয়াল, এবার গ্রেফতারির চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত আর্জি খারিজ দিল্লি হাইকোর্টে

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): দিল্লি হাইকোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতিতে সিবিআই-এর মামলায়, কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত আর্জি খারিজ করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। সিবিআই-এর গ্রেফতারিকে সঠিক বলেছে দিল্লি হাইকোর্ট। জামিনের আবেদনের বিষয়ে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ট্রায়াল কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। কেজরিওয়ালের আবেদন খারিজ করে দিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট সোমবার বলেছে, এটা বলা যাবে না যে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করা যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া ছিল।

রবীন্দ্রনাথের রাম, রামায়ণ ও রামরাজত্বের বৈষম্যবোধ আমাদের ভাবায়, জাগিয়ে তোলে

স্বপনকুমার মণ্ডল

কারও মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উঠে আসে। তাঁর মতাদর্শে বাঙালিরাই শুধু নয়, অবাঙালিরাও শ্রদ্ধাশীল। সবার কথা শোনার পর রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে কী বলছেন, বা রবীন্দ্রনাথের মতামত দিয়ে নিজের অভিমত গড়ে তোলার সচেতন প্রয়াস পক্ষে-বিপক্ষের সবার মধ্যেই লক্ষ করা যায়। সেখানে তাঁর একাধিপত্য বিস্ময়কর। সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের অবিসংবাদিত ভূমিকা প্রশ্নহীন আনুগত্যে মেনে নেওয়ার মধ্যেই তাঁর জীবনদর্শন ও আদর্শ সাহিত্যের পরিসর ছেড়ে সমাজের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেই চলেছে। সেদিক থেকে তাঁর মনীষী ব্যক্তিত্ব তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রমশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতে শুরু করে। একালে যখন ''জয় শ্রীরাম'' ধ্বনিতে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে চর্চার অবকাশ আপনাতেই মুখর হয়ে উঠেছে, স্বাভাবিক ভাবেই তাতে স্বকীয় মত প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উঠে আসে। শুধু তাই নয়, তাঁর মূল্যায়নই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রাম ও রামায়ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়। তাতে অনেকের তাঁকে রামভক্ত মনে হতে পারে। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করলেও শ্রীরামচন্দ্রের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। সর্বগুণধর শ্রীরামচন্দ্রের মূল্যায়নেও তাঁর শ্রদ্ধাবোধে অন্ধত্ব নেই, বরং যুক্তির আলোর পরশেই তাঁর অসাধারণত্ববোধ প্রতীয়মান। শুধু তাই নয়, রামরাজত্ব নিয়েও তাঁর লক্ষ্যভেদী সমালোচনা বেরিয়ে এসেছে। সেখানে তাঁর প্রশংসা যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, সমালোচনাও সম্বিত ফিরিয়ে দেয়। মহাকাব্যের রূপকের মধ্যেও সমাজ বাস্তবতার পরিচয়কে একালের আলোতেও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। নিছক ভক্তির পরাকাষ্ঠায়, রাম ও রামায়ণ তাঁর কাছে মানবিক আবেদনে নতুন যুগের বার্তাবাহী। সেদিকে একবার দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি স্বচ্ছ কা হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মন ও মননে রামায়ণ- মহাভারতের প্রভাব ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে। তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে ক্রমশ সেই প্রভাবের ছায়া নানা রূপে কায়া বিস্তার করে। সেক্ষেত্রে ভারতের জীবনচেতনা ও দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের মানবিক গুণের সর্বোত্তম প্রকাশ থেকে রামায়ণের অতুলনীয় প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিতেও সেই রামচন্দ্রের পরিচয় ক্রমশ প্রসারিত হয়। বাল্মীকি, রাম, রামায়ণ ও রামরাজত্বের বিস্তার তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ক্রমশ ফুল-ফলে, শাখা প্রশাখায় বিকশিত হয়েছে। এভাবেই “বাল্মীকিপ্রতিভা” (১৮৮১) গীতিনাট্যে, “পঞ্চভূত” (১৮৯৭), “আত্মশক্তি” (১৯০৫), “প্রাচীন সাহিত্য” (১৯০৭), “পরিচয়” (১৯১৬), “সাহিত্যের পথে” (১৯৩৬) বিচিত্র প্রকৃতির প্রবন্ধ গ্রন্থে “জাভাযাত্রীর পত্র” (১৯২৯) ভ্রমণ সাহিত্যে বা “কাহিনী” (১৯০০) কাব্যে নানা ভাবে রাম-রামায়ণের কথা উঠে এসেছে। সেখানে যেমন রবীন্দ্রনাথের সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ নিবিড় হয়ে উঠেছে, তেমনই তাঁর বিরূপ মনোভাবও সংগুপ্ত থাকেনি। রাম চরিত্রের সূর্যদীপ্ত আলোর মধ্যেও গ্রহণের ছায়াও অত্যন্ত প্রকট। বিশেষ করে শূদ্র হয়ে তপস্যা করার অপরাধে শম্বুককে বধদণ্ড প্রদান ও অগ্নিপরীক্ষার পরেও সীতার বনবাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এজন্য বিষয়দুটি তাঁর লেখায় নানাভাবে উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, আকারেপ্রকারে তিনি যে রামচন্দ্রের এই দুটি বিষয় যে মেনে নিতে পারেননি, তা তাঁর বক্তব্য থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। দীনেশচন্দ্র সেনের “রামায়ণী কথা” বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে ‘প্রাচীন সাহিত্য’র সূচনা প্রবন্ধ ''রামায়ণ''-এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ রাম ও রামায়ণের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সর্বগুণান্বিত পুরুষোত্তম রামের অতুলনীয় মহামানবের পরিচয়কে তিনি নিবিড় করে তুলেছেন সেখানে। শুধু তাই নয়, দীনেশচন্দ্র সেন ভক্তের মতো রামায়ণের কথাকে যেভাবে আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন, তার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থনেও রবীন্দ্রনাথের রামায়ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষণীয়। সেখানে যথার্থ সমালোচনাকে পূজা ও সমালোচককে পুজারি বলেছেন তিনি। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই রামায়ণের প্রতি তাঁর পুজাকে সবচেয়ে বেশি তন্নিষ্ঠ করে তুলেছেন। আর্য-অনার্যের ঐক্য গড়ে তুলতে শ্রীরামচন্দ্রের সমাজবিপ্লবীর ভূমিকাই শুধু নয়, রামায়ণের মধ্যে ভারত থেকে ভারতের মধ্যে রামায়ণের বিস্তৃতিবোধ তাঁর মূল্যায়নে অধিক গুরুত্ব লাভ করে। স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে ভারতের “পরিপূর্ণ মানবের আদর্শচরিত” হিসেবে শ্রীরামচন্দ্রের চারিত্রিক মাহাত্ম্য সুদীর্ঘকাল ধরে যে প্রবহমান,সে কথাও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অথচ সেই আদর্শ চরিত্রের প্রতি তাঁর ভক্তি অভাব না থাকলেও তিনি যে অন্ধভক্তির শিকার হয়ে ওঠেননি, তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের প্রদীপের নীচের অন্ধকারকে এড়িয়ে যাননি, বা, উপেক্ষা করে মেনে নেননি, বরং সচেতন ভাবে তার স্থিতিকে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন।

১৮৯১-এ “হিতবাদী” পত্রিকায় প্রকাশিত “দেনাপাওনা” গল্পে সমাজের পণপ্রথার শিকারে নারীজীবনের করুণ পরিণতিকে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ মুন্সিয়ানায় তুলে ধরে শেষে “এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়” -এর নিদান দিয়ে তার ইতি টেনেছেন। তখনও রবীন্দ্রনাথ নারীদের প্রতি সমাজের রক্ষণশীলতার দৃষ্টি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সেক্ষেত্রে নারীজীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় বৈষম্যপীড়িত সমাজের ভূমিকাকে প্রকট করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নারীদের প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দীনহীন ব্রাত্য দৃষ্টিভঙ্গি যে নারীনির্যাতনের মূলাধার, তা সময়ান্তরে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ''শাস্তি''র মতো গল্পেই তা প্রতীয়মান। অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষার আলো প্রসারিত হলেও নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহ্য বজায় রাখায় আরও বেশি উগ্র রূপ লাভ করে। সেখানে নারীনির্যাতনের বহুমুখী বিস্তার লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। সেই নারীদের দুর্বিষহ জীবনের কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪- তে প্রথম চৌধুরীর সবুজ পত্র ও একের পর এক গল্পে সবুজ করে তোলেন। ঐ পত্রিকায় অধিকাংশ গল্পেই নারীদের ট্র্যাজিক পরিণতিকে তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে দেনাপাওনার উত্তরকাণ্ডই হল হৈমন্ত্রী। পণের টাকা না পাওয়ায় নিরুপমাকে জীবনপণ করতে হয়েছিল। সেখানে নানাভাবে বিশ হাজার টাকা পণ দিয়েও বৈহমন্ত্রীর বাবা হৈমন্ত্রীকে বাঁচাতে পারেননি। হৈমন্ত্রী শিক্ষাই সেখানে অশিক্ষার শিকার হয়ে ওঠে। গল্পটির শেষে গল্পকথক তথা হৈমন্ত্রীর স্বামীর মুখেই রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের পুরুষশাসিত সমাজবাস্তবতাকে নিবিড় করে তুলেছেন। রামরাজত্বের মধ্যেই যে সীতার নির্বাসন লুকিয়ে ছিল তাও তাতে বেরিয়ে আসে। বাবার নিষেধ অমান্য করে স্বামী হয়েও হৈমকে চিকিৎসা করে ভালো করতে না পারার কথা প্রসঙ্গে গল্পকথকের মুখে রবীন্দ্রনাথ রামরাজত্বের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে তার তীব্র সমালোচনার অবকাশ রচনা করেছেন। ''যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব যদি ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জানো তোমরা? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে যে আমিও ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও তাহাদের মধ্যে একজন। আর আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণবর্ণনা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। “হৈমন্তী” গল্পটি “সবুজ পত্র” প্রকাশিত হয় ১৩২১-এর জ্যৈষ্ঠে অর্থাৎ ১৯১৪-তে। তার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে লোকরঞ্জনের স্বার্থে শ্রীরামচন্দ্রের মতো মহিমান্বিত চরিত্রের প্রতি মেনে নেওয়ায় দ্বিধাবোধ জেগে উঠেছিল। এজন্য তিনি বারবারই সে বিষয়টির অবতারণা করে তাঁর বিরূপ মনোভাবকে আলোচনার পরিসরে নিয়ে এসেছেন। পঞ্চভূত-এর মধ্যেও তার পরিচয় প্রকট। ''অপূর্ব রামায়ণ''-এ ক্ষিতি সেই সীতার বনবাসের কথা তুলে ধরে। সেখানে অগ্নিপরীক্ষাতে সীতার আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠাও ধর্মশাস্ত্রের দলকে তুষ্ট করতে পারেনি। আর তাই ''প্রেম-নামক সীতাকে'' “শাস্ত্রের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা” নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ যে লোকরঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের আত্মত্যাগকে স্বাভাবিক ভাবতে পারেননি, তা তাঁর সমালোচনা প্রকৃতির মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে। সেখানে ত্রুটিবিচ্যুতি সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সমাজরক্ষার বৃহত্তর ও মহত্ত্বর স্বার্থে প্রজানুরঞ্জক শ্রীরামচন্দ্রের অবতারণার কথাও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর “আত্মশক্তি”র “স্বদেশী সমাজ” প্রবন্ধের পরিশিষ্ট প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন। “রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ছয় কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নতুন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিত্রগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।। সেক্ষেত্রে রামচন্দ্রের প্রজানুরঞ্জক মহিমা বিস্তার লাভ করলেও তা যে তাঁর মহৎ চরিত্রের পক্ষে আরোপিত সে বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছেন। মেনে নেওয়া ও মনে না নেওয়ার পার্থক্য বিষয়ে তাঁর অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট। ''পরিচয়''-এর ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা’য় রবীন্দ্রনাথ সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে রামচন্দ্রকে রাজার আদর্শ রোল মডেল করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর চারিত্রিক মাহাত্ম্যে নারীর প্রতি রক্ষণশীলতা ও শূদ্রের প্রতি বর্ণবিদ্বেষ তথা বর্ণবৈষম্যকে সমাজের স্বার্থে স্বাভাবিকতা লাভ করলেও তা রবীন্দ্রনাথের মননে আরোপিত মনে হয়েছে। তাঁর কথায়:ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনী সৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক করিয়া বর্ণনা আচার-রক্ষার অনুকূল করিবার বিশেষ চেষ্টা স্বাভাবিক ভাবেই তাতে যে নারীদের প্রতি রক্ষণশীলতাজনিত অন্যায়-অবিচার থেকে শূদ্রদের প্রতি অমানবিক বর্ণবৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকেও তা নিবিড় ভাবে উঠে এসেছে। সেদিক থেকে নিজেদের সুবিধামতো রবীন্দ্রনাথের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাভক্তিকে ব্যবহার করে তাঁর মূল্যায়নকে যথাযথ ভাবে তুলে না ধরায় তাঁকে অশ্রদ্ধার শিকার করার আয়োজন চলে। শুধু তাই নয়, তাতে রবীন্দ্রনাথকে রামভক্ত করে তোলার প্রবণতায় ভ্রান্তি-বিভ্রান্তির অবকাশ আরও বিস্তার লাভ করে, ঘনীভূত হয়। যে রবীন্দ্রনাথ ‘সত্য রে লও সহজে’র পক্ষপাতী, সেই তাঁকেই নির্বিচারে ব্যবহারে অসত্যের সহজ শিকার করে তোলার প্রবণতা আসলে সত্যের অপলাপ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রকে অনেক কাল থেকে অসংখ্য মানুষের গুণে গুণান্বিত মূর্তিতে দেখেছেন। তার ‘সাহিত্যের পথে’র “সাহিত্যের তাৎপর্য” প্রবন্ধে সেই সবগুণান্বিত রামচন্দ্রের কথা স্মরণ করে দিয়েছেন তিনি। সেখানে রামচন্দ্র “আমাদের মনের মানুষ” থেকে “সত্যমানুষ” বলে তুলে ধরেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন, মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়। মনের কাছের মানুষের মনোহর মূর্তিতে রামচন্দ্রের পরিচয়কে তুলে ধরলেও তাঁকে কখনও আদর্শ প্রতিমায় মূল্যায়ন করেননি রবীন্দ্রনাথ। সেক্ষেত্রে রাম ও রামায়ণের মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথের ভক্তির প্রাবল্যে নয়, তাঁর যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠ বাস্তবতায় দেখা সমীচীন। রামরাজত্বের সাধ ও স্বপ্নের মধ্যে সমাজের হিতে বিপরীত ছবিও উকি দেয়। সেখানে রক্ষণশীল সমাজের শাসনে ও শোষণে নারীনির্যাতন থেকে শূদ্রদের প্রতি বর্ণবিদ্বেষের ভয় জেগে আতঙ্কে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল্যায়নে বারবার সে কথাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরে আমাদের সচেতন করে তোলায় সক্রিয় জন্মিয়াছিল। হয়েছিলেন, ভাবা যায়। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

> রাম ও রামায়ণের মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথের ভক্তির প্রাবল্যে নয়, তাঁর যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠ বাস্তবাতায় দেখা সমীচীন। রামরাজত্বের সাধ ও স্বপ্নের মধ্যে সমাজের হিতে বিপরীত ছবিও উঁকি দেয়। সেখানে রক্ষণশীল সমাজের শাসনেও শোষণে নারীনির্যাতন থেকে শূদ্রদের প্রতি বর্ণবিদ্বেষের ভয় জেগে আতঙ্কে পরিণত হয়।

ভাঙা বন্ধুত্ব জোড়া লাগাবেন কীভাবে

মৃণাল সাহা

আর সব সম্পর্কের মতো বন্ধুত্বেও আছে উত্থান-পতন। কখনো গলায়-গলায় বন্ধুত্ব, কখনো আবার যোগাযোগের অভাবে সম্পর্কের তার আলগা হয়ে যায়। মাঝেমধ্যে সম্পর্ক হয়ে পড়ে শীতল। ভালো-মন্দ মিলিয়েই বন্ধুত্ব। কখনো কখনো ছোট্ট একটি কারণে ভেঙে যেতে পারে বহু বছরের সম্পর্ক। আস্তে আস্তে তৈরি হওয়া দূরত্ব থেকে কখন যে বন্ধুত্বের সম্পর্কে ছন্দপতন ঘটে, অনেকেই তা বুঝতে পারেন না। মতের অমিল, কথা-কাটাকাটি, দূরত্ব থেকে বন্ধুত্বের সম্পর্কে অগোচরেই পড়ে যায় ‘দাঁড়ি’। এমন আষাঢ়ের এক মন খারাপের দিনে হুট করেই হয়তো পুরোনো বন্ধুর কথা মনে পড়ে, মনটা হু হু করে। বন্ধুহীন জীবনের কথা ভেবে ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মেসেজ করতে গিয়েও তাই অনেক সময়ই চাপতে হয় ব্যাক স্পেস। ফোন করতে গিয়েও অনেক সংশয়, ‘কী মনে করবে’এমনটা মনে করে নিজেকে থামান। তবে একবার সম্পর্কে টান পড়েছে বলেই যে আর নতুন করে জোড়া লাগবে না, তেমন কিন্তু নয়। বাকি সম্পর্কের মতো ভাঙা বন্ধুত্বও ঝালিয়ে নেওয়া, জোড়া দেওয়া সম্ভব। বন্ধুত্ব জোড়া লাগানোর উদ্যোগটা না হয় আপনি—ই নিলেন!

বন্ধুত্ব জোড়া লাগানোর আগে

বন্ধুত্ব জোড়া লাগানোর আগে এটা জানা জরুরি, এই বন্ধুত্ব জোড়া দেওয়াটা কি আপনার জন্য খুব প্রয়োজন? নিজের কাছে নিজেই এই উত্তর খুঁজুন। আপনি কি নিজের ভালো কিংবা খারাপ সময়ে তার অভাব বোধ করছেন? যে কারণে বন্ধুত্ব ভেঙে গিয়েছিল, সেটি ভুলে কি নতুন করে শুরু করা সম্ভব? প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবেই সব ভুলে নতুন করে শুরু করুন।

শুরুটা হোক আপনার থেকেই

নিজের মনে যেহেতু বন্ধুর অভাব বোধ করছেন, সেহেতু নতুন করে সম্পর্কের সূচনাটাও আপনিই করুন। পুরোনো বন্ধুত্বের রেশ ধরে নতুন করে কথা বলা শুরু করুন। শুরুটা হতে পারে ছোট্ট একটা টেক্সট কিংবা কল দিয়ে। পুরোনো বন্ধুত্বের স্মৃতিগুলোকেই ঝালাই করুন। ভালো সময়গুলোর ওপর জোর দিন। বাসায় ডাকুন বা কফিশপে দেখা করুন। মন খুলে কথা বলুন। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে বের হন।

অনলাইনের সম্পর্কও গুরুত্বপূর্ণ

বন্ধুর অনলাইন কার্যক্রমের সঙ্গী হন। বন্ধুর ছবিতে এঁকে দিন ভালোবাসা চিহ্ন। মন্তব্য করুন। রিলস বা ভিডিও শেয়ার করুন বন্ধুকে। ইমোজি পাঠাতে পারেন। যে গান আপনার শুনতে ভালো লাগল, ভিডিওটা ভালো লাগল, পাঠিয়ে রাখুন। সংশ্লিষ্ট পোস্টের নিচে বন্ধুকে ‘মেনশন’ করুন। এমন ছোট ছোট উদ্যোগ থেকেও নতুন করে শুরু হতে পারে বন্ধুত্ব।

‘সরি’ বলতে বাধা কোথায়

কিছু সময় নিঃসংকোচে ক্ষমা চাইলেই ঘুচে যেতে পারে সব টানাপোড়েন। যে ঘটনা নিয়ে শীতল হয়েছে সম্পর্ক, দেখা যাবে দুই পক্ষই সেই ঘটনা বেমালুম ভুলে বসে আছেন। আপনার যেটুকু দায়, সেটুকুর উল্লেখ করে ‘সরি’ বলতে দোষ কোথায়? নিঃসংকোচে ক্ষমা চাইতে পারলে সহজেই বোঝা যাবে পুরোনো ঘটনা পেছনে ফেলে নতুন করে সামনে এগোতে রাজি আপনি। ফলে বন্ধুত্বের বাঁধন আরও বেশি জোরালো হবে।

সময় দিন

আপনি কথা শুরু করলেই যে অপর পক্ষ একই রকম ব্যবহার করবে, তেমন কিন্তু নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে, আপনার শীতলতা তার মনে আরও বড় প্রভাব ফেলেছে। যে কারণে সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো আপনার বন্ধুত্বের ডাকে তিনি সাড়া দেননি। এত দিনের শীতল সম্পর্কে মুহূর্তেই উষ্ণ হয়ে যাবে, এমনটা ভাবা বোকামি। সুতরাং অস্থিরতা সামলে সময় দিন। তাকেও ভাবতে দিন, কথা চালিয়ে যান।

যেসব কথা মনে রাখা জরুরি

যেকোনো ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক, নতুন করে জোড়া লাগানো সহজ কোনো বিষয় নয়। যে কারণে পুরো সময়ে হতে হবে ধৈর্যশীল। অপর পক্ষের অনুভূতিকে গুরুত্ব দেওয়া, নিয়মিত কথা বলা, তাকে সময় দেওয়া; সব মিলিয়ে সম্পর্ক জোড়া লাগাতে সময় ও শ্রম, দুটিই জরুরি। মনে রাখবেন, বন্ধুত্বে দুই পক্ষেরই সমান আন্তরিকতা প্রয়োজন। আপনার নেওয়া প্রয়াস, উদ্যম, অপেক্ষার পরও অপর পক্ষ থেকে যদি সেভাবে সাড়া না পান, তবে সেই বন্ধুত্ব জোড়া না লাগানোই হবে বুদ্ধিমানের কাজ!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দুই জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি কয়েকটি ট্রেনের সময়সূচী সংশোধন

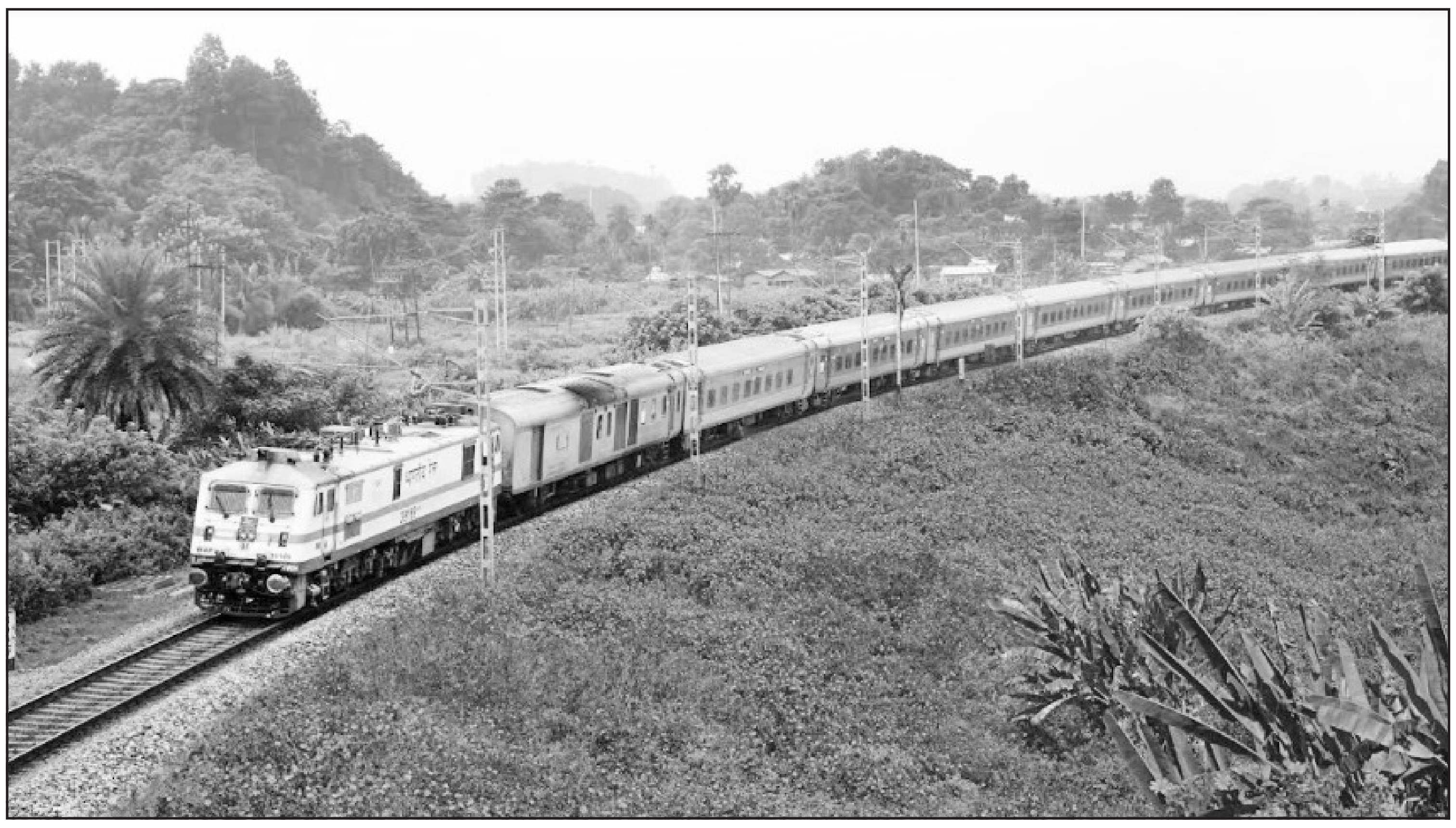

মালিগাঁও, ৫ আগস্ট, ২০২৪: যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার জন্য, দুই জোড়া সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬৩৮/০৫৬৩৭ (শিলচর-নাহরলগুন-শিলচর)-এর পরিষেবা উভয় দিক থেকে ৩১টি করে ট্রিপের জন্য ও সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নং. ০৫৬২৮/০৫৬২৭ (আগরতলা-গুয়াহাটি-আগরতলা)-এর পরিষেবা উভয় দিক থেকে ৩০টি করে ট্রিপের জন্য অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময়, গঠন ও স্টপেজ সহ চলাচল করবে।

সেই অনুসারে, ট্রেন নং. ০৫৬৩৮ (শিলচর-নাহরলগুন) সাপ্তাহিক স্পেশাল ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক সোমবারে শিলচর থেকে ১৩:৫০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৮:৪০ ঘন্টায় নাহরলগুন পৌঁছাবে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬৩৭ (নাহরলগুন-শিলচর)সাপ্তাহিক স্পেশাল ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ১ এপ্রিল, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক মঙ্গলবারে নাহরলগুন থেকে ১০:০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৫:২০ ঘন্টায় শিলচর পৌঁছাবে।

ট্রেন নং. ০৫৬২৮ (আগরতলা - গুয়াহাটি) সাপ্তাহিক স্পেশাল ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ২৭ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আগরতলা থেকে ১৯:০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৮:৪৫ ঘন্টায় গুয়াহাটি পৌঁছাবে। ফেরৎ যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৬২৭ (গুয়াহাটি - আগরতলা) সাপ্তাহিক স্পেশাল ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ২৮ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবারে গুয়াহাটি থেকে ১৩:১৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ০৪:১০ ঘন্টায় আগরতলা পৌঁছাবে।

ট্রেন চলাচলের মানদণ্ড উন্নত করার প্রতি লক্ষ্য রেখে, ৫ আগস্ট, ২০২৪ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কিছু স্টেশনে কয়েকটি মেইল/এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়সূচী সংশোধিত করা হয়েছে।

সেই অনুসারে, ট্রেন নং. ১২৪২৪ (নতুন দিল্লি --- ডিব্রুগড়) রাজধানী এক্সপ্রেস নিজের গন্তব্যস্থান ডিব্রুগড় সময়মত পৌছানোর জন্য লামডিং স্টেশনে ২২:৪০ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ২২:৪৫ ঘন্টায় ছাড়বে; ডিমাপুর স্টেশনে ০০:০২ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ০০:০৯ ঘন্টায় ছাড়বে; মরিয়নি স্টেশনে ০২:২০ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ০২:২৫ ঘন্টায় ছাড়বে এবং নিউ তিনসুকিয়া স্টেশনে ০৪:৩০ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ০৪:৪০ ঘন্টায় ছাড়বে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১৫৬৬৩ (আগরতলা --- শিলচর) এক্সপ্রেস নিজের গন্তব্যস্থান শিলচর স্টেশন ১৮:৫০ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ট্রেন নং. ১৫৬৬৪ (শিলচর-আগরতলা) এক্সপ্রেস নিজের গন্তব্যস্থান আগরতলা স্টেশন ১৬:৩৫ ঘন্টায় পৌঁছাবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

রাজ্যজুড়ে অবৈধ নির্মাণ উচ্ছেদে অভিযান, ভাটপাড়ায় বিজেপির প্রতিবাদ সভা

ভাটপাড়া, ৫ আগস্ট (হি.স.): রাজ্যজুড়ে অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। সরকারি জমি দখল করে ব্যবসা করার কারণে হকার উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে প্রশাসন। নবান্নের নির্দেশ অনুসারে, রাস্তা দখল করে ব্যবসা করা যাবে না। প্রথমে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং পরে বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে অবৈধ নির্মাণ।

এই অভিযানের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি। হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই তাদের উচ্ছেদ করার প্রতিবাদে সোমবার ভাটপাড়া বিধানসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন সিং, সমাজকর্মী ও বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে এবং দলের অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা।

সভায় ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ ও বিজেপি নেতা অর্জুন সিং শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বিচারিতা নিয়ে সরব হন। তিনি বলেন, 'ব্যবসায়ীরা তো মারামারি করবে না, এদের মুখে কালি লাগাতেই পারে, ঝামা ঘষে দিতে পারে। রুজি-রুটি বন্ধ হয়ে যাবে, সামনে দুর্গাপূজা, ছট পূজা, দিওয়ালি। সরকার বন্ধ করে দেবে, আমরা বসে তামাশা দেখব। আমরা খাব কী? চাকরি তো দেওয়ার ক্ষমতা নেই।'হকার উচ্ছেদ নিয়ে রাজ্যজুড়ে এই অভিযান এবং তার বিরুদ্ধে বিজেপির প্রতিবাদ সভার ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে।

জলাধার থেকে ছাড়া জল নিয়ে বিধায়কদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : জলাধার থেকে ছাড়া জল মঙ্গলবার সকালের মধ্যেই পৌঁছে যাবে এই রাজ্যের তিন জেলাতে। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বিধানসভায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট জেলার সমস্ত বিধায়কদের এই মর্মে কড়া নজরদারি ও জলের গতিবিধির উপর সদা সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিজস্ব চেম্বারে তিনি আরও বলেন, আগামীকাল নদীতে কোটাল রয়েছে। গঙ্গার জল বাড়ছে। উদ্ধার ও ত্রাণ এর কাজে সাহায্যের জন্য ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, তেনুঘাট সবচেয়ে বেশি জল ছেড়েছে।

পাশাপাশি মাইথন ও পাঞ্চেৎ থেকেও বিপুল পরিমাণ জল ছাড়া হয়েছে। দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে প্রচুর জল ছাড়া হয়েছে। মন্ত্রী ও বিধায়কদের এই বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।সর্বশেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, সকাল আটটা নাগাদ জল পৌঁছবে হাওড়া জেলার উদয়নারায়ণপুরে, হুগলি জেলার আরামবাগ ও খানাকুল, পূর্ব মেদিনীপুরের ঘাটাল। তিন জেলাকে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দশদিন পর মুক্ত ডিমা হাসাও জেলায় সড়ক নির্মাণের কাজে নিয়োজিত অপহৃত দুই কর্মী

হাফলং (অসম), ৫ আগস্ট (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত মাহুর থেকে তামেলং পর্যন্ত দুই লেন সড়ক নির্মাণের কাজে নিয়োজিত অনুষা প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড নামের নির্মাণ সংস্থার অপহৃত দুই কর্মীকে দশ দিন পর মুক্ত করে দিয়েছে অপহরণকারীরা।

গত ২৬ জুলাই অনুষা প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর নিয়ানগ্লো পাংগুর ক্যাম্প থেকে বন্দুকের নলের মুখে দুষ্কৃতকারীর দল অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল দুই কর্মী করিমগঞ্জ জেলার আসিমগঞ্জের আব্দুল কাদির এবং হাইলাকান্দি জেলার সাহাবাদের ইকবাল লস্করকে। তার পর থেকে সন্ধানহীন ছিল নির্মাণ সংস্থার দুই কর্মী।

অবশেষে দশদিন পর রবিবার রাতে অপহরণকারীরা ওই নির্মাণ সংস্থার দুই কর্মী আব্দুল কাদির এবং ইকবাল লস্করকে মুক্ত করে জঙ্গলের পথে ছেড়ে দেয়।

রাতেই সেখান থেকে পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাফলং নিয়ে আসে।

তবে কে বা কারা নির্মাণ সংস্থার দুই কর্মীকে অপহরণ করেছিল বা কোনও মুক্তিপণ নিয়ে অপহরণকারীরা তাঁদের মুক্ত করেছে কিনা সে সম্পর্কে কোনও তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। এমন-কি ডিমা হাসাও পুলিশ এ সম্পর্কে কোনও ধরনের তথ্য দিতে অস্বীকার করছে।

উল্লেখ্য, গত ২৬ জুলাই রাত অনুমানিক দশটা নাগাদ অনুষা প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড নামের নির্মাণ সংস্থার ক্যাম্পে হানা দিয়ে দশ থেকে বারো জনের দুষ্কৃতকারীর দল শ্রমিকদের মারপিট করে বন্দুকের নলের মুখে করিমগঞ্জ জেলার আসিমগঞ্জের আব্দুল কাদির এবং হাইলাকান্দি জেলার সাহাবাদের ইকবাল লস্করকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

সেলাই ব্যবসার আড়ালে মাদক কারবার, গ্রেফতার বারুইপুরের ব্যবসায়ী

বারুইপুর, ৫ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের চম্পাহাটির হাড়াল এলাকায় সেলাই ব্যবসার আড়ালে রমরমিয়ে চলছিল মাদক কারবার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার বারুইপুর থানার আই সি সৌমজিৎ রায়ের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম অভিযান চালায় চম্পাহাটির হাড়াল এলাকায়। সেই অভিযানেই হাতেনাতে ধরা পড়ে এক মাদক কারবারি। সোমবার পুলিশ সূত্রে বিষয়টি জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম বিশ্বজিৎ রায়। তার বাড়ির একটি ছোট ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৪ কেজি ৪০০ গ্রাম গাঁজা, যা ১০টি প্যাকেটে ভরা ছিল। বিশ্বজিৎ এর আগেও মাদক সংক্রান্ত অপরাধে গ্রেফতার হয়েছিল এবং সে গাঁজা সরবরাহের কাজ করত।

বারুইপুর থানার আই সি সৌমজিৎ রায় জানান, অভিযানের সময় ধৃতকে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। এছাড়াও, এই কারবারের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, এর আগে চম্পাহাটি রেলগেট এলাকা থেকে একটি মারুতি গাড়ি থেকে পুলিশ গাঁজা উদ্ধার করেছিল। সেই ঘটনাতেও অভিযুক্ত হাড়ালেরই বাসিন্দা ছিল।

বিডিও সৌরভ মাঝি জানান, চম্পাহাটির হাড়াল এলাকাটি বাজি কারখানা এবং বাজি বিক্রির জন্য খ্যাত হলেও, সেখানে সেলাই ব্যবসার আড়ালে মাদক কারবারের মতো ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। স্থানীয় প্রশাসন এই ধরনের অপরাধ বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বড় ধাক্কা ভারতীয় হকি শিবিরে, সেমিফাইনালে এক ম্যাচ খেলতে পারবেন না নির্বাসিত রোহিদাস

প্যারিস, ৫ আগস্ট (হি.স.): বড় ধাক্কা ভারতীয় হকি শিবিরে। মঙ্গলবার সেমিফাইনাল ম্যাচ। সেই ম্যাচে খেলতে পারবেন না ভারতের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার অমিত রোহিদাস। ভারতের সহ-অধিনায়ক অমিত রোহিদাসকে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে রেড কার্ড দেখিয়ে বের করে দেওয়া হয়। পরে দেখা গেছে, রোহিদাসের স্টিক অনিচ্ছাকৃতভাবে লেগেছিল ব্রিটেনের প্লেয়ারের গায়ে। লাল কার্ড দেখানোয় এমনিতেই এক ম্যাচ খেলতে পারছেন না অমিত। রেফারির এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল হকি ইন্ডিয়ার তরফ থেকে। কিন্তু এফআইএইচ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "অমিত রোহিদাসকে এফআইএইচের কোড অফ কণ্ডাক্ট লঙ্ঘনের জন্য এক ম্যাচ সাসপেন্ড করা হয়েছে।" যার ফলে জার্মানির বিরুদ্ধে ভারতের সেমিফাইনাল ম্যাচে অমিত রোহিদাস খেলতে পারবেন না।"

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব নিয়ে চর্চা, সভায় হাজির মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : বিধানসভার বাদল অধিবেশনের একাদশ দিনে ১৮৫ নিয়ম অনুযায়ী, নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন নিয়ে বিল পাশের পরপর এক প্রস্তাব উত্থাপন করে সরকার পক্ষ। এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মোট ১৬ জন বক্তার আজকের সভায় বক্তব্য রাখার কথা। এর মধ্যে শাসকদলের ৮ জন এবং বিজেপির ৮ জন বক্তা এই প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে অবস্থান নেন। সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন আজকের সভায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বিধানসভায় উপস্থিত। তিনি বক্তব্য রাখতে পারেন এ বিষয়ে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় দুই পক্ষের সদস্যরা। যদিও এর আগে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী এদিনের সভায় জানান, ১৯৮৯ সাল থেকে বারংবার রাজবংশী, কামতাপুর, গ্রেটার কোচবিহার নিয়ে পৃথক করার দাবিতে সরব হয়েছেন সেখানকার

ঝোড়ো হাওয়া আর রূপনারায়ণের সঙ্গে লড়াই: শ্যামপুরের মৎস্যজীবীদের জীবন সংগ্রাম

হাওড়া, ৫ আগস্ট(হি.স.): শ্রাবণের ঝোড়ো হাওয়া আর দামাল রূপনারায়ণের সঙ্গে লড়াই করে দিনান্তের আহার জোগাতে হাওড়ার শ্যামপুরের গোপীনাথপুর, আন্টিলাপাড়া সহ বেশ কয়েকটি এলাকার কয়েকশো মানুষ প্রতিদিনের জীবনে কঠিন সংগ্রাম করে চলেছেন। কাক ভোরে উঠে রহস্যময় রূপনারায়ণ নদীর বুকে মীন ধরার জাল নিয়ে পাড়ি দেন তারা। নদের পাড় বরাবর দুই থেকে তিন কিলোমিটার যাতায়াত করে চিংড়ির মীন ধরে তারা আবার ঘরে ফেরেন। বিকেলের দিকে একইভাবে মীন ধরার কাজ চলে। সেই মীন কিনতে পাইকাররা রাতের দিকে আসেন। আমদানি কম হলে প্রতি পিস মীন এক টাকায় বিক্রি হয়, আর বেশি ধরা পড়লে ২৫ পয়সা পিস হিসাবে কিনে নেন পাইকাররা। তবে কিছু দিন এমনও যায় যখন চিংড়ির মীন একটাও ধরা পড়ে না। তখন এক বেলার খাবার দুবেলা ভাগ করে খেতে হয় তাদের। পরিবারের স্বামী-স্ত্রী মিলে সর্বসাকুল্যে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা আয় হয়, যা দিয়ে দ্রব্যমূল্যের এই সময়ে দিন চালানো বড় দায়। তবুও দিন চলে যায় মীন ধরেই। সরকারি বিধিনিষেধ এড়িয়ে তারা মীন ধরা চালিয়ে যান, কারণ জীবনের প্রয়োজনে এটাই তাদের একমাত্র উপায়। কয়েকশো মানুষের অচল জীবনের এই সংগ্রাম যেন তাদের দৈনন্দিন জীবনকে কালাতিপাতের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাদের জীবনের সংগ্রাম থেমে নেই। রূপনারায়ণের বুকে জীবিকার সন্ধানে তাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম সত্যিই প্রশংসনীয়।

বনাঞ্চল অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পূর্ব অনুমোদনের কথা মনে করালেন মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): কোনও বনাঞ্চল অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হলে বন (সংকর্ষণ এবং সংবর্ধন) অধিনিয়ম ১৯৮০-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন।

সোমবার লোকসভায় এক লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন, পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী কীর্তি বর্ধন সিং।

তিনি জানান, ভূমি একটি রাজ্যের তালিকাভুক্ত বিষয়। বনাঞ্চল এবং তার আইনি সীমানা স্থির করে এবং তদারক করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন। সেইমতো কোনও বনাঞ্চল লিজ দেওয়া অথবা বরাদ্দ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের এক্তিয়ারে পড়ে।

এছাড়া অরণ্যের সুরক্ষা এবং তার তদারকির প্রাথমিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের যারা ১৯২৭-এর ভারতীয় অরণ্য আইনের ধারা এবং রাজ্যের নির্দিষ্ট আইন এবং তার বিধি অনুসারে বনাঞ্চলের বেআইনি দখলদারি উচ্ছেদ করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে।

পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীন সংস্থা দেরাদুনের ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা ভারতের বন সর্বেক্ষণ দেশের সমগ্র বনাঞ্চলের দ্বিবার্ষিক সমীক্ষা করে এবং এর ফলাফল প্রকাশিত হয় ইন্ডিয়া স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট (আইএসএফআর)-এ।

পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আয়তন ৮৮,৭৫২ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে নথিভুক্ত বনাঞ্চল ২০২১-এর তথ্য অনুযায়ী ১১,৮৭৯ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আয়তন ৭,০৫৪ বর্গ কিলোমিটার, সুরক্ষিত বনাঞ্চল ৩,৭৭২ বর্গ কিলোমিটার, শ্রেণিবিহীন বনাঞ্চল ১,০৫৩ বর্গ কিলোমিটার। ২০২১-এর ইন্ডিয়া স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট (আইএসএফআর) অনুযায়ী দেশের নথিভুক্ত বনাঞ্চলের আয়তন ৭,৭৫,২৮৮ বর্গ কিলোমিটার। সোমবার পিআইবি সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

ওবিসি শংসাপত্র বাতিল মামলা, হাই কোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশে 'না' সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): ওবিসি শংসাপত্র বাতিল সংক্রান্ত কলকাতা হাই কোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যকে নোটিস জারি করা হয়েছে। তার আগে রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ সর্বোচ্চ আদালতের।

চলতি বছরের গত ২২ মে কলকাতা হাই কোর্টের ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল সংক্রান্ত বড়সড় রায় দেয় কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। নির্দেশ অনুযায়ী, ২০১০ সালের আগের ওবিসি শংসাপত্র বৈধ।

মূলত তিনটি বিষয় হলফনামায় জানাতে বলা হয়েছে রাজ্যকে। সেগুলি হল — এক, কোন কোন দিক দেখে ৭৭টি জনজাতিকে ওবিসির তালিকায় যুক্ত করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ওবিসি তালিকায় ৭৭টি জনজাতির মধ্যে ৩৭টি জনজাতি এবং বাকি উপজনজাতির ক্ষেত্রে কি ব্যাকওয়ার্ড কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল? তৃতীয়ত, রাজ্যের তরফে কী পদ্ধতি মেনে সার্ভে করা হয়েছিল? আগামী ১৬ আগস্ট মামলার পরবর্তী শুনানির সম্ভাবনা।

তবে ২০১০ পরবর্তী অর্থাৎ ২০১১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত রাজ্যের দেওয়া সমস্ত সার্টিফিকেট বাতিল করা হয়। তার ফলে বাতিল হয়ে যায় কয়েক লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র। ডিভিশন বেঞ্চের দাবি, ২০১০ সাল পরবর্তী ওবিসি সার্টিফিকেট বৈধ নিয়ম মেনে ইস্যু করা হয়নি। তাই শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ।

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের গাড়িতে গরু পাচার, সামসীতে চাঞ্চল্য

সামসী, ৫ আগস্ট (হি.স.) : মালদার সামসী-রতুয়া রাজ্য সড়কের কুশরাখা এলাকায় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের গাড়িতে গরু পাচারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশি অভিযানে পাচারের পথে একটি পিকআপ ভ্যান সহ তিনটি ষাঁড় আটক করা হয়েছে। যদিও অভিযান চলাকালীন পালিয়ে যায় পিকআপ ভ্যান চালক।

গাড়ির মালিক তথা সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য আমির হোসেন দাবি করেছেন, কী উদ্দেশ্যে এবং কোথায় ষাঁড়গুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা তিনি জানেন না। গাড়ির চালকই ভাড়া ঠিক করে। তবে পলাতক গাড়ি চালকের খোঁজ মেলেনি।

এই ঘটনায় বিজেপি সরব হয়েছে এবং গরু পাচারের ঘটনায় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের যোগ থাকার অভিযোগ তুলেছে। এর ফলে সামসী এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই ওই ষাঁড়গুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এই ঘটনায় কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ এবং উত্তেজনা বিরাজ করছে। সরকার এবং প্রশাসনের প্রতি আস্থা রেখেই তারা দ্রুত সমাধান প্রত্যাশা করছেন।

দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন কেজরিওয়াল, শীর্ষ আদালতে জামিনেরও আর্জি

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): দিল্লি হাইকোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আবগারি দুর্নীতিতে সিবিআই-এর মামলায় কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত আর্জি খারিজ করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। সিবিআই-এর গ্রেফতারিকে সঠিক বলেছে দিল্লি হাইকোর্ট। জামিনের আবেদনের বিষয়ে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ট্রায়াল কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। কেজরিওয়ালের আবেদন খারিজ করে দিয়ে দিল্লি

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
ELECTRICAL DIVISION
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municpal Corporation, West Tripura invites on behalf the Hon'ble Mayor, Agartala Municipal Corporation" Item rate e-tender up to 3.00 P.M. on 12-08-2024 for the following work:-

Sl. No.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
1	DNIeT -EE (Elect)/AMC/ 12/2024-25	R33,00,000.00	R66,000.00	30 (Thirty) days	Date : 12-08-2024 Time : 15:00 Hrs.
2	DNIeT -EE (Elect)/AMC/ 13/2024-25	R3,75,000.00	R7,000.00	30 (Thirty) days	
2	DNIeT -EE (Elect)/AMC/ 14/2024-25	R24,77,150.00	R49,543.00	30 (Thirty) days	

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal.

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division
Agartala Municipal Corporation

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA : TRIPURA
Notice Inviting e-tender

PNIe-T-No: 05/EE/DWS/AMC/2024-25/01-11 **Dated:- 01-08-2024**

The Executive Engineer, DWS Division, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC, invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl. No.	DNIET. No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	Installation of 03 nos. Mini Deep Tube well (Submersible Water pum) under Ward No.-28, AMC **DNIeTNo.08/EE/DWS/AMC/2024-25**	Rs.746614/-	Rs.14932/-	60 days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **15-08-2024. 15.00 Hrs.**
2. **Time and date of opening of bid : 15-08-2024 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Sd/-Illegible
Executive Engineer,
DWS Division
Agartala Municipal Corporation

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কি কারণে আপনার সন্তানকে অভাব কী তা বোঝাবেন

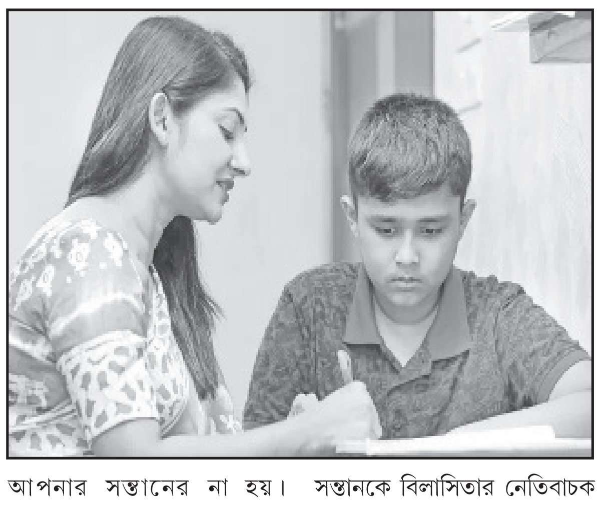

মহামারিকাল আমাদের যা কিছু শিখিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো আমাদের উপার্জন করা যেমন জরুরি, সঞ্চয় করাও তেমনি দরকারি। বিশ্বের সেরা ধনীদের একজন ওয়ারেন বাফেট বলেন, অন্যরা আগে খরচ করে, তারপর যেটা বেঁচে যায়, সেটা জমায়। আর তিনি আগে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমিয়ে রাখেন। তারপর যা বাকি থাকে, সেটা খরচ করেন। তাই আপনার সন্তানকে এখন থেকেই সঞ্চয়ী হওয়ার শিক্ষা দিন। কেননা, শিশুকালই শেখানোর সেরা সময়। এ সময় যা কিছু শেখাবেন, তা সারা জীবনের জন্য মাথায় গেঁথে যাবে। কীভাবে সেটা করবেন, জেনে নেওয়া যাক তার কয়েকটি উপায়। সন্তানকে সঞ্চয়ী বানাতে চাইলে আগে নিজে সঞ্চয়ী হোন। কেননা, শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। আপনি যদি বেহিসেবী হন আর সন্তানের সামনে যদি সঞ্চয় কেন জরুরি, কীভাবে করতে হবে, সে বুলি আওড়াতেই থাকেন, তাতে কোনো লাভ হবে না। তাই আপনি নিজে সঞ্চয়ী হোন। আপনার সন্তানকে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলুন। চাইলেই কিছু পাওয়া যায়, এমন ধারণা যেন আপনার সন্তানের না হয়। মাঝেমধ্যে আপনার সন্তানকে দিয়ে ঘরের কাজ করান। আর সেজন্য তাকে অর্থ দিন। একটা শিশু যখন পরিশ্রম করে টাকা পাবে, তখন সে সেই কষ্টে উপার্জিত অর্থ খরচ করার বিষয়ে ভাববে ও সচেতন হবে। সন্তানকে কোনটা প্রয়োজন আর কোনটা বিলাসিতা, সেটা বুঝিয়ে বলুন। বলুন যে পায়ের স্যান্ডেল ছোট হয়ে গেছে, নতুন একজোড়া কিনতে হবে। সেটা প্রয়োজন। অন্যদিকে বাসায় আরও তিনটা খেলনা গাড়ি আছে। তাই যে খেলনাটা সে নেবেই বলে জেদ করছে, সেটা বিলাসিতা। ছোটবেলা থেকে সন্তানকে বিলাসিতার নেতিবাচক দিকগুলো বোঝান। বিলাসদ্রব্যে যেন অভ্যস্ত না হয়ে পড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। ঘরের খাবারে অভ্যস্ত করুন। তাতে অপচয়ের পরিমাণ কমবে। খরচের অভ্যাস নিয়ন্ত্রণে থাকবে। সঞ্চয় যে শক্তি, সেটা বুঝিয়ে বলুন। আপনার সন্তানকে একটা মাটির ব্যাংক কিনে দিন। শুরুতে সেখানে টাকা জমানোর অভ্যাস করুক। তারপর তার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে দিন। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অ্যাকাউন্টটি আপনার তত্ত্বাবধানে থাকবে। তার বয়স ১৮ বছর হলে সে বেশ কিছু টাকার 'মালিক' হয়ে যাবে। তাইলেই সব পাওয়া যায়, এমন ধারণা যেন আপনার সন্তানের না হয়

আপনার সন্তানের সামনে তিনটা পাত্র রাখুন। যখনই সে কোনো জায়গা থেকে কোনো টাকা পাবে, সেটা সে তিন ভাগ করে খরচের জন্য, দানের জন্য, জমানোর জন্য এভাবে রেখে দেবে। তাহলে তার দান করা ও জমানোদুটি ভালো অভ্যাসই গড়ে উঠবে।

সন্তানকে টাকা জমাতে অনুপ্রাণিত করুন। নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমে গেলে তাকে উপহার দিন। যেমন রিকশাভাড়া থেকে প্রতিদিন ১০-২০ টাকা করে বাঁচিয়ে সে যখন ৫০০ টাকা জমিয়ে ফেলবে, তখন তাকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে বা বাড়িতেই তার প্রিয় কিছু বানিয়ে খাওয়ান। অথবা প্রয়োজনীয় কিছু, যেমন রংপেনসিল কিনে দিন। সন্তানকে আত্মনির্ভরশীল হতে অনুপ্রাণিত করুন। মনে করুন, সে অনেক দিন ধরে আপনাকে একটা ঘড়ি কিনে দিতে বলছে। আপনি তাকে সেটা টাকা জমিয়ে কিনতে বলুন। বলুন যে এভাবে সে নিজেই নিজের শখ পূরণ করতে পারবে আর গর্ব করে অন্যদের বলতেও পারবে!

শিশুকে যে পাঁচ কথা বলবেন না

সন্তানকে মজা করে অনেক কথাই আমরা বলে থাকি। কখনো কখনো আবার রাগ বা অভিমান থেকেও অনেক কথা বলি। বড়দের এসব আপাত সরল ও নির্দোষ কথাই শিশুর কাছে ভিন্ন অর্থ বয়ে আনতে পারে। এসব কথা অনেক সময় শিশুর জন্য হতে পারে নেতিবাচক। তার মানসিক গঠনে ফেলতে পারে প্রভাব। চলুন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মেখলা সরকারের কাছ থেকে জেনে নিই শিশুকে কোন পাঁচটি কথা বলা যাবে না।

মা বেশি ভালোবাসে, না বাবা?

'কে তোমাকে বেশি ভালোবাসে?' এমন প্রশ্ন শিশুকে মিথ্যা বলতে উৎসাহ দেয়। মডেল: আহসান হাবীব, অদ্রি আহসান ও ফারজানা আফরোজ 'কে তোমাকে বেশি ভালোবাসে?' এমন প্রশ্ন শিশুকে মিথ্যা বলতে উৎসাহ দেয়। মডেল: আহসান হাবীব, অদ্রি আহসান ও ফারজানা আফরোজছবি: সাবিনা ইয়াসমিন প্রায়ই আমরা সন্তানকে এই প্রশ্ন করে থাকি। কিন্তু এই প্রশ্ন যে একেবারেই করা উচিত নয়, সে বিষয়ে সতর্ক করলেন ডা. মেখলা সরকার। তিনি বলেন, মা—বাবা দুজনেই একটি শিশুর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর জীবনে তাঁদের দুজনেরই অবদান রয়েছে। যখন এই প্রশ্ন করা হয়, তখন শিশু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কার নাম সে বলবে! ছোট হলেও সে বুঝতে পারে, যেকোনো একজনের নাম বললে অন্যজন মন খারাপ করবেন। আবার সে বুঝতে পারে, যখন মা প্রশ্নটি করছেন, তখন মায়ের নাম বললে তিনি খুশি হবেন। না চাইতেও সে হয়তো মিথ্যা বলে। কিংবা খুশি করার জন্য উত্তর সাজায়। এগুলো খুব ছোট মিথ্যা হলেও এর মধ্য দিয়ে শিশুর মিথ্যা বলার প্রবণতা তৈরি হয়। অন্যকে খুশি করতে গিয়ে বানিয়ে উত্তর দেওয়ার পথও খুলে যায়। এতে করে তার মনের ওপর চাপ তৈরি হয়। তোমাকে নয়, তোমার ভাইকে বেশি ভালোবাসি সন্তানদের মধ্যে কখনোই ভালোবাসার ক্ষেত্রে বৈষম্য করা বা তা প্রকাশ করা উচিত নয়। মডেল: অদ্রি আহসান, ফারজানা আফরোজ ও অন্বয় আহসান সন্তানদের মধ্যে কখনোই ভালোবাসার ক্ষেত্রে বৈষম্য করা বা তা প্রকাশ করা উচিত নয়। মডেল: অদ্রি আহসান, ফারজানা আফরোজ ও অন্বয় আহসানছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

ভাইবোনদের মধ্যে কখনো তুলনা করতে যাওয়া উচিত নয়। সন্তানদের মধ্যে কখনোই ভালোবাসার ক্ষেত্রে বৈষম্য করা বা তা প্রকাশ করা উচিত নয়। অনেক সময় অভিভাবকেরা মজা করেই বলেন যে তোমাকে ভালোবাসি না। তোমার বোন বা ভাই আমার বেশি প্রিয়।

এভাবে বললে ওই ভাইবোনের প্রতি শিশুর একধরনের ঈর্ষাবোধ তৈরি হয়। মেখলা সরকার বলেন, অথচ ওই ভাইবোনের সঙ্গে শিশুর হয়তো কোনো সমস্যাই ছিল না। সে যখন জানল, মা—বাবা তার চেয়ে ভাইবোনকে বেশি ভালোবাসেন, তখনই সে নিজেকে বৈষম্যের শিকার বলে ধরে নিতে শুরু করে। কারণ, তার জন্য তো মা—বাবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দেখা গেল, মা—বাবার মজা করে বলা একটি কথা তার মনে সারাজীবনের জন্য গেঁথে রইল। সে সব সময় নিজেকে আলাদা বা অবহেলিত ভাবতে শুরু করল। একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত শিশুরা কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পারে না, যা শোনে আক্ষরিক অর্থেই, সেটা সত্যি বলে ধরে নেয়। তাই মা---বাবা মজা করে বললেও সেটাই তার কাছে সত্যবাক্য হয়ে ওঠে। তাই সন্তানদের মধ্যে বা সন্তানের সঙ্গে অন্য কারও তুলনা করা যাবে না। এটি তার মানসিক গঠনে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলে, তার মধ্যে হীনম্মন্যতার জন্ম দেয়।

মায়ের স্মার্টফোন আসক্তি থাকলে শিশুর ভাষার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে

নতুন মা হওয়া নারীদের স্মার্টফোন আসক্তি কমানোর পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকেরাপেক্সেলস

বর্তমানে স্মার্টফোন বা ডিজিটাল আসক্তি সবার মধ্যেই কমবেশি দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব মা স্মার্টফোনে আসক্ত, তাঁদের শিশুসন্তানের ভাষা ঠিকমতো বিকশিত হয় না। ফলে তাদের মধ্যে কথা কম বলার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। আর তাই নতুন মা হওয়া নারীদের ফোন ব্যবহারে লাগাম টানার পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকেরা। নতুন এ গবেষণার ফলাফল সম্প্রতি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, ছোট শিশুসন্তান থাকা অনেক নারী প্রতিদিন গড়ে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা ফোন ব্যবহার করেন। কিছুক্ষণ পরপর ফোন ব্যবহারের কারণে সন্তানদের সঙ্গে ২৬ শতাংশ কথা কম বলেন তাঁরা। এর ফলে সন্তানের ভাষার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। স্মার্টফোন আসক্ত মা এবং তাদের শিশুসন্তানদের আচরণ বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

গবেষণায় অংশ নেওয়া শিশুদের বয়স ছিল গড়ে চার মাস। গবেষণার জন্য ১৬ জন মা এবং তাদের শিশুসন্তানের এক সপ্তাহের আচরণের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সেসব তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, স্মার্টফোন আসক্ত মা সন্তানের সঙ্গে ১৬ শতাংশ কম কথা বলেন। আর যেসব মা কয়েক মিনিট পরপর ফোন ব্যবহার করেন, তাঁরা ২৬ শতাংশ কম কথা বলেন সন্তানের সঙ্গে। গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী কেয়া দে বারবারো বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফোন ব্যবহারের কারণে মায়ের কথাবার্তায় প্রভাব তৈরি হয়। যাঁরা দীর্ঘসময় ফোন ব্যবহার করেন, তাঁদের মধ্যে এ প্রভাব সবচেয়ে বেশি। মায়েরা যখন ১ থেকে ৩ মিনিটের জন্য ফোন ব্যবহার করেন, তখন তাঁরা সন্তানের সঙ্গে কম কথা বলেন। সকাল ৯ থেকে ১০টা, দুপুর ১২ থেকে বেলা ১টা এবং বিকেল ৩ থেকে ৪টার সময় ফোন ব্যবহার সন্তানদের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে। শিশুর ভাষা ও যোগাযোগের দক্ষতা উন্নয়নে মায়ের ভূমিকা তুলে ধরে বিজ্ঞানী কেয়া দে বারবারো জানান, মা-বাবার ফোনের আসক্তি শিশুর ওপর দীর্ঘ মেয়াদে প্রভাব ফেলছে। আর তাই নতুন অভিভাবকদের প্রতি আমাদের পরামর্শ হলো যতটা সম্ভব শিশুর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। ফোনের প্রভাব ও সন্তানের ভাষাশিক্ষার প্রভাব সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে।

শিশু দুষ্টুমি করলে বা কথা না শুনলে কেমন আচরণ করা উচিত

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের আচরণে নানা রকম পরিবর্তন হতে থাকে। বড় হওয়ার এই পথযাত্রায় দুষ্টুমি করাও একটি স্বাভাবিক আচরণ। কেউ কেউ একটু বেশিই দুষ্টুমি করে। কখনো কখনো এই দুষ্টুমি বা আচরণ মা-বাবাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়, তাই তাঁরাও প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে ফেলেন। শিশুর গায়ে হাত তোলেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের আচরণ শিশুর ওপর মানসিক চাপ তৈরি করে, তার বেড়ে ওঠাকে বাধাগ্রস্ত করে।

শিশুদের বোঝাতে হবে ধৈর্য্য ধরে শিশুদের বোঝাতে হবে ধৈর্য্য ধরেছবি: প্রথম আলো

শিশুদের দুষ্টুমিও সবার ক্ষেত্রে এক রকম নয়। প্রতিটি শিশুই স্বতন্ত্র। কেউ কেউ হাতে-পায়ে চঞ্চল; স্থিরভাবে কোথাও একটানা বসতে বা দাঁড়াতে পারে না, দৌড়াদৌড়ি-লাফালাফি করতেই থাকে। আবার কেউ কেউ জিনিসপত্র ছোড়ে, ভাঙচুর করে, অযত্ন করে অথবা আচমকা কাউকে আঁচড়ে, কামড়ে দেয়, মারধর করে, থুতু দেয় ইত্যাদি। শিশুদের এসব আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সঠিকভাবে বড় করে তোলা অভিভাবকদের জন্য একটা বড় যুদ্ধ। শিশুরা অনেক বেশি অনুকরণপ্রিয়। তারা চারপাশে যা দেখে, তা-ই শেখে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুদের মুখে বলে যতটা না শেখানো যায়, তার চেয়ে বেশি তারা শেখে আশপাশের আচরণ দেখে। ছোটবেলায় শেখা এসব আচরণ ভবিষ্যতে সে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রকাশ করবে, তা কিছুটা নির্ধারণ করে। শিশুদের প্রধান আশ্রয় হলো মা-বাবা। শিশুরা দুষ্টুমি করলে মা-বাবা যদি গায়ে হাত তোলেন, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে করে যদিও ভাবা হয় যে শিশুর ভালোর জন্য করা হচ্ছে, আদতে লাভের থেকে ক্ষতি হবে বেশি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশুদের মারধর করলে তারা ভীত হয়ে যায়। কারও কারও ক্ষেত্রে আবার জিদ তৈরি হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে প্রতিশোধপ্রবণতা দেখা দিতে পারে। এ কারণে গায়ে হাত তুললে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। যেসব শিশু মা-বাবার কাছ থেকে লাঞ্ছনা পেতে থাকে, ভবিষ্যতে তাদের বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

শিশুকে বকা না দেওয়াই ভালো

তাই সন্তান দুষ্টুমি করলে মা-বাবার আচরণ কেমন হওয়া উচিত, বিশেষজ্ঞরা সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ রেখেছেন। তাঁদের মতে-

সন্তান দুষ্টুমি করলে তাকে সবার সামনে বকা না দিয়ে আড়ালে নিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে।

সমবয়সীদের সামনে সন্তানের গায়ে হাত তুললে বা বকা দিলে সন্তান হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারে। এতে সন্তানের আত্মবিশ্বাস কমে যায়। ভবিষ্যতে শিশুর জন্য যা নেতিবাচক।

শিশুরা বেশির ভাগ সময়েই না বুঝে দুষ্টুমি করে। তাই তাদের বুঝিয়ে বলা উচিত কোন আচরণ ভালো, কোনটি খারাপ। একটা বয়সে দেখা যায়, দুষ্টুমি ভালোই লাগে। পরিবারের সদস্যরা এটা নিয়ে মজার ছলে আলোচনা করতে থাকেন। পরবর্তী সময় এ আচরণই হয়তো বিব্রতকর হয়ে পড়ে। তাই এ বিষয়ে অভিভাবকদের সতর্ক থাকা উচিত।

শিশুদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার তাদের নতুন অনেক বিষয় জানতে ও শিখতে সাহায্য করবে।

সন্তান দুষ্টুমি করলে তাকে সবার সামনে বকা না দিয়ে আড়ালে নিয়ে বুঝিয়ে বলতে হবে সন্তান যখন কোনো ভালো কাজ করবে, তখন অবশ্যই তাকে সেটার জন্য ধন্যবাদ জানানো উচিত। যদি সম্ভব হয় পুরস্কৃত করা যেতে পারে। হতে পারে সেটা খুব ছোট্ট জিনিস, কিন্তু এতে সে ভবিষ্যতেও ভালো কাজ করার উৎসাহ বোধ করবে। এতে সে নিজের সম্পর্কে ভালো বোধ করবে। অন্যের সঙ্গেও কেমন আচরণ করবে, সেটাও ইতিবাচকভাবে শিখবে।

শিশুরা যাতে তাদের অনুভূতিগুলো বা তাদের সমস্যা, মনোভাব পরিবার এবং কাছের সদস্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে, সে ধরনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

খেলাধুলার সুযোগ করে দিতে হবে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন, শিশুর সঙ্গে পরিবারের সবার একই ধরনের আচরণ করা উচিত। কোনো দুষ্টুমি বা অন্যায় কেউ শাসন আবার কেউ প্রশ্রয় দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে। এতে শিশু পরিবারের সদস্যদের সম্মান করতে শেখে না।

পরিবারের সব সদস্যের সম্মিলিত চেষ্টাতেই শিশু ভবিষ্যতে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রকাশ লাভ করবে। তবে যদি দুষ্টুমি একদমই অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, সব সময় খিটখিটে থাকে, অতিরিক্ত কান্নাকাটি করে, অতিচঞ্চলতা বা অমনোযোগী থাকে, অবাধ্য আচরণ করে, তাহলে শিশুর কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না জানার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

শিশুর যে ছয় আচরণ স্বাভাবিক নয়

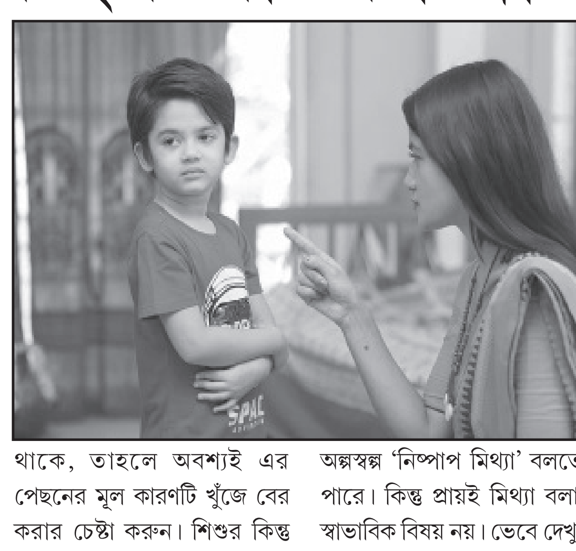

শিশুর কোনো আচরণকে আমরা নিছক দুষ্টুমি ভেবে উড়িয়ে দিই, কোনো আচরণে আমরা বিরক্ত হই। কখনো কখনো শিশুর আচরণে বিব্রতকর পরিস্থিতিতেও পড়তে হয় আমাদের। আদর, যত্ন, স্নেহ, মমতা আর ভালোবাসায় ভরা যার শৈশব, সে একদিন নিশ্চয়ই একজন মানবিক মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবে। তবে শৈশবে শিশুর আচরণে যদি কোনো নেতিবাচক বিষয় দেখা যায়, তাহলে অভিভাবক হিসেবে আপনাকে তার প্রতি আরেকটু মনোযোগী হতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শিশু বিভাগের কনসালট্যান্ট ডা. তাসনুভা খান জানান শিশুর আচরণের এমন কিছু দিক।

ক্রমাগত কান্না বা বিরক্তি শিশু সামান্য বিষয় নিয়ে কাঁদতে পারে, জেদ করতে পারে। এটা কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। তবে আপনি যদি লক্ষ করেন যে অধিকাংশ সময়ই সে বিরক্তি প্রকাশ করে বা কাঁদতে থাকে, তাহলে অবশ্যই এর পেছনের মূল কারণটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। শিশুর কিন্তু শারীরিক বা মানসিক অসুবিধাও থাকতে পারে, যার অন্যান্য উপসর্গ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। তাই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো। এমনও হতে পারে, আপনি তাকে পর্যাপ্ত সময় দিচ্ছেন না বলে সে আপনার মনোযোগ পাওয়ার জন্য সব সময় কাঁদছে বা জেদ করছে।

শিশুকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে উৎসাহ দিন প্রায়ই মিথ্যা বলা শিশু অল্পস্বল্প 'নিষ্পাপ মিথ্যা' বলতেই পারে। কিন্তু প্রায়ই মিথ্যা বলাটা স্বাভাবিক বিষয় নয়। ভেবে দেখুন, শিশুকে অতিরিক্ত শাসন করা হচ্ছে কি না, যা থেকে বাঁচতে সে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। মিথ্যার অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে।

অন্যের জিনিস নেওয়ার অত্যধিক প্রবণতা শিশুরা একে অন্যের খেলনা বা অন্যান্য ব্যবহার্য জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু সব সময়ই অন্যের জিনিস নিয়ে নিতে চাওয়া কিংবা কখনো গোপনে কারও জিনিস সরিয়ে ফেলা স্বাভাবিক আচরণ নয়। ভেবে দেখুন, আপনি শিশুকে যখন কিছু দিচ্ছেন, তখন তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের কোনো গুরুত্বই কি দিচ্ছেন না?

অতিরিক্ত ভয়

ছোটখাটো বিষয় নিয়ে শিশু ভীত বা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লে জানার চেষ্টা করুন যে এই ভয়ের উৎস কোথায়। আপনার অগোচরে শিশুর সঙ্গে কোনো অন্যায় আচরণ হয়েছে কি না, তা বোঝার চেষ্টা করুন। একমুহূর্তের জন্যও একা থাকতে ভয় পাওয়া কিংবা নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় যেতে ভয় পাওয়ার মতো উপসর্গ থেকে আপনি প্রাথমিকভাবে ধারণা পেতে পারেন, সে কী নিয়ে ভয়ে আছে। শিশুকে অতিরিক্ত শাসন করলে সে মিথ্যার আশ্রয় নেয়

অন্যের অনুভূতিকে অবহেলা

খেলার সঙ্গী, পরিবারের সদস্য, এমনকি পশু—পাখির প্রতি নির্মম আচরণ করাটাও কোনো ভালো লক্ষণ নয়। এসব বিষয় খেয়াল রাখা আবশ্যক। সে কোনো প্রাণীকে আঘাত করলে কিংবা তার আশপাশের মানুষের অনুভূতির বিষয়ে একেবারেই নির্বিকার আচরণ করলে তাকে অবশ্যই নতুন করে মানবিকতার শিক্ষা দিন। হয়তো সে সহপাঠীর সঙ্গে একধরনের প্রতিযোগিতায় মেতে আছে, সে যদি সহপাঠীর ক্ষতিতে আনন্দিত হয়, তাহলে তাকে বুঝিয়ে বলুন, এমন মানসিকতা রাখা ঠিক নয়।

আত্মবিশ্বাসের অভাব

শিশু নানা কারণেই হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারে। এ রকম হলে শিশুকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে উৎসাহ দিন। তার ইতিবাচক দিকগুলোর কথাই তাকে বলুন। শিশুর কথা বলায় অতিরিক্ত জড়তা, অপরিচিত কারও সামনে আসতে না চাওয়া কিংবা বন্ধুরা খেপিয়ে দিলে নিজের পক্ষে ন্যূনতম কিছু বলতে না পারার মতো উপসর্গকে অবহেলা করবেন না। এতে শিশুর বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তিন গাছ চিন্তারোগের দাওয়াই হয়েও উঠতে পারে

আকাশে মেঘ জমলে বৃষ্টি হয়ে তা ঝরে পড়ে। কিন্তু মনে মেঘ জমলে দু'চোখে অঝোরে বর্ষণ নামলেও, সে মেঘ কাটতে চায় না। ব্যস্ততম জীবনে নিজের জন্য আলাদা করে সময় বার করা বেশ কঠিন। সারা ক্ষণ কাজ, দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে একঘেয়েমি, বিরক্তি আসেই। সেখান থেকেই উদ্বেগ, অবসাদের আবির্ভাব। তবে কোনও বিষয় নিয়ে উদ্বেগ হোক কিংবা অবসাদ, তা মনের মধ্যে পুষে রাখতে নেই।

ঝেড়ে ফেলে দেওয়া জরুরি। সে ক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করতে পারে কিছু গাছ। অন্দরসজ্জায় গাছ ব্যবহার করেন অনেকেই। সবুজের ছোঁয়ায় মন শান্ত হয়। তবে কিছু গাছ উদ্বেগ, চিন্তা দূর করতে সাহায্য করে। স্নেক প্লান্ট-ঘর বাতাস থেকে আর্দতা শুষে নেয়। বাতাস ফুরফুরে রাখে। ফলে অস্বস্তি কম হয়। খুব কম জলে বেঁচে থাকে এই গাছগুলি। খুব বেশি আলোরও প্রয়োজন নেই এদের। তাই ঘরের কোণে, যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো পৌঁছয় না, সেখানেও রাখতে পারেন এই গাছগুলি। সপ্তাহে এক দিন বা কোনও কোনও সময়ে দশ দিনে এক বার জল দিলেও চলে। পিস লিলি- বাকি গাছগুলির মতো এটিও বাতাস ভারী হতে দেয় না। ফলে অস্বস্তি কম হয়। সামান্য যত্নেই দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে এই গাছ। তবে কড়া রোদ আসে, ঘরের এমন জায়গায় এই গাছ না রাখাই ভাল। মাটি একটু ভেজা ভেজা থাকলে এই গাছ খুব ভাল থাকে। সারা বছর ধরেই এ গাছে সাদা ফুল হয়। যা এই গাছের জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ। সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি ঘরের বাতাস পরিশুদ্ধ রাখতেও সাহায্য করে এই গাছ। অ্যান্থুরিয়াম বা ফ্ল্যামিংগো লিলি-ঘরের যে কোনও জায়গায় রাখা যায়। আলো ভালবাসে এই গাছ। সারা বছর লাল রঙের ফুল ফোটে। পিস লিলি-র মতো এর মাটিও একটু ভিজে রাখতে পারলে ভাল হয়। বাতাস থেকে বিভিন্ন ধরনের দূষিত পদার্থ শোষণ করে নিতে পারে এই গাছ।

সোমবার সিপিএম রাজ্য কার্যালয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃত মোজাফর আহম্মেদের ১০৬ তম জন্মদিন পালিত হয়।

তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর বিরুদ্ধে পুজো অনুদানের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ, চাঞ্চল্য টিটাগড়ে

টিটাগড়, ৫ আগস্ট (হি.স.): টিটাগড় পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেক নগরে দুর্গা পুজোর সরকারি অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির তৃণমূল কাউন্সিলর মৌসুমী ভট্টাচার্য্যের স্বামী দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের দিকে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে সোস্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি পোস্টের মাধ্যমে।

২০২৩ সালের দুর্গা পুজোর জন্য বরাদ্দকৃত ৭০ হাজার টাকা দেবব্রত ভট্টাচার্য্যের ফার্ম ''দেবমাল্য এন্টারপ্রাইজ'' এর নামে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, দেবব্রত ভট্টাচার্য্য টিটাগড় পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌসুমী ভট্টাচার্য্যের স্বামী এবং তিনি দেবমাল্য এন্টারপ্রাইজের মালিক।

এলাকাবাসীর মধ্যে প্রশ্ন উঠছে, শিক্ষা ও খাদ্য দুর্নীতির পাশাপাশি পুজো অনুদানের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি মাথাচাড়া দিচ্ছে কিনা। সরকার এবং স্থানীয় পুরসভার ভূমিকা নিয়েও তৈরি হয়েছে সংশয়। প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে পুজো কমিটির নামে চেক ইস্যু না করে একটি ফার্মের নামে চেক ইস্যু করা হল। বিবেক নগর সার্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি এবার ৬৩ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। কিন্তু সোস্যাল মিডিয়ার দৌলতে ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই এলাকাবাসী ক্ষোভে ফুঁসছে। প্রসঙ্গত, গত বছর দেবব্রত ভট্টাচার্য্য এই পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ব্যারাকপুর ট্রেজারি থেকে ১২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে ''দেবমাল্য এন্টারপ্রাইজ'' এর নামে চেকটি ইস্যু করা হয়।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, কাউন্সিলরের স্বামী হওয়ায় প্রভাব খাটিয়ে দেবব্রত ভট্টাচার্য্য সরকারি অনুদানের টাকা নিজের ফার্মের নামে লিখিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৮ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৭৮ ডলারে নেমে এসেছে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৭৪ ডলারের কাছাকাছি। যদিও, সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ) সোমবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৩৯ ডলার বা ০.৫১ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৭.১৯-এ প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.৩০ ডলার বা ০.৪১ শতাংশ কমে ৭৩.৮২ ডলারে লেনদেন করছে ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা, ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে কাঁচা রাস্তার দাবিতে গ্রামবাসীদের ধান রোপণ করে বিক্ষোভ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৫ আগস্ট(হি.স.) : স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরেও হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাতলামারি গ্রামের তিন কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পাঁকা না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গ্রামবাসীরা। বর্ষার সময় কর্দমাক্ত এই পথ দিয়ে আট থেকে আশি সকলকেই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে না পারায় অসুস্থ রোগীদের খাটিয়াতে করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাতলামারি গ্রাম থেকে ট্যাংঠা ঘাট পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বর্ষাকালে মাটির রাস্তা আরও কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে, যার ফলে পথচারীদের পায়ে হেঁটে চলাচল করাও কষ্টকর হয়ে যায়। মাটির রাস্তা পিছল হয়ে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে।

গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন, এই কাঁচা রাস্তা পাঁকা করার জন্য তারা দীর্ঘ এক শত বছর ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন। নেতারা প্রতিবার ভোটের সময় পাঁকা রাস্তা করার আশ্বাস দিলেও, ভোট মিটে যাওয়ার পর কোনো কাজ হয় না। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ও রাস্তা মেরামতের দাবি জানানো হয়েছিল এবং আশ্বাসও মিলেছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হয়নি।প্রশাসনের উদাসীনতার প্রতিবাদে রবিবার কাতলামারি গ্রামের বাসিন্দারা রাস্তায় ধান চারা রোপণ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের দাবি, দ্রুত এই কাঁচা রাস্তা পাঁকা করা হোক, যাতে বর্ষাকালে আর কর্দমাক্ত পথের কষ্ট পোহাতে না হয়। এই ঘটনার পর স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এলাকাটি পরিদর্শন করেছেন এবং গ্রামবাসীদের সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

বক্রেশ্বরে সাংবাদিক লাঞ্ছিত: পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বীরভূম, ৫ আগস্ট (হি.স.) : সোমবার শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার বীরভূমের বক্রেশ্বরে মানুষের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো। সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে গিয়ে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকের হাতে এক সাংবাদিক লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে বক্রেশ্বর মন্দির চত্বরে।

ভুক্তভোগী সাংবাদিক সংকল্প দে জানিয়েছেন, তিনি যখন ছবি তুলছিলেন, তখন ওই পুলিশ আধিকারিক তাকে বাধা দেন এবং মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

এই সময় ওই পুলিশ আধিকারিক সংকল্প দেকে মারধর ও লাঞ্ছিত করেন বলে অভিযোগ।

এটি প্রথমবার নয়, এর আগেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এক সাংবাদিককে মারধর করে টেনে হিচড়ে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে সাংবাদিক মহলে। ঘটনার পর সাংবাদিক সংগঠনগুলো বীরভূমের প্রশাসনের কাছে এই ঘটনার তদন্ত ও অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

আলু রফতানিতে বাধার প্রতিবাদে চন্দ্রকোনায় সিপিএমের কৃষক সংগঠনের অবরোধ

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৫ আগস্ট(হি.স.): ভিন রাজ্যে আলু রফতানিতে রাজ্য সরকারের বাধার প্রতিবাদে চন্দ্রকোনা-পলাশচাবড়ী রাজ্যসড়কে আলু ছড়িয়ে অবরোধ করলেন সিপিএমের কৃষক সংগঠন সারা ভারত কৃষক সভা (এআইকেএস)। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার মহালক্ষী মোড়ে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ নেন চন্দ্রকোনা-২ ব্লকের কৃষক সভার সম্পাদক ও জেলা কমিটির সদস্য সুজিত মন্ডল সহ অন্যান্য সিপিএম নেতা-নেত্রীরা।কৃষক সংগঠনের অভিযোগ, রাজ্য সরকার ভিন রাজ্যে আলু রফতানিতে বাধা দেওয়ায় সীমান্তে আলু বোঝাই ট্রাকগুলি আটকে আছে। এর ফলে হিমঘরে মজুত কৃষকদের আলুও ভিন রাজ্যে পাঠানো যাচ্ছে না, যার ফলে কৃষকরা চরম সমস্যায় পড়েছেন। ব্যবসায়ীরাও হিমঘরে রাখা আলু নিতে অস্বীকার করছেন। এই পরিস্থিতির দ্রুত সমাধানের দাবিতে সোমবার সকালে কৃষক সংগঠনটি রাস্তায় নেমে রাজ্যসড়কে আলু ছড়িয়ে অবরোধ করে।সিপিএমের কৃষক সংগঠনের নেতারা দাবি করেছেন, রাজ্যের উদ্বৃত্ত আলু ভিন রাজ্যে রফতনি করা হলে রাজ্যের আলু জোগানে কোনও ঘাটতি হবে না। তবুও রাজ্য সরকার জোর করে ভিন রাজ্যে আলু রফতানিতে বাধা দিচ্ছে, যা কৃষকদের উপর প্রভাব ফেলছে। তাদের দাবি, অবিলম্বে রাজ্য সরকার ভিন রাজ্যে আলু রফতানির অনুমতি না দিলে, তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন। সোমবারের এই অবরোধের ফলে প্রায় একঘণ্টা রাজ্যসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। যদিও পরে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় এবং যানচলাচল স্বাভাবিক হয়। সিপিএমের কৃষক সংগঠন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছে।

বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে ধান পুঁতে অভিনব বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

হাসনাবাদ, ৫ আগস্ট(হি.স.):উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ ব্লকের মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের চক কুলিয়াডাঙ্গা সোদামোল্লা পাড়ার বাসিন্দারা বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে ধান পুঁতে অভিনব বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। কাঁচামাটি রাস্তা বৃষ্টির সময় কাঁদায় ভরে যায়, ফলে সাধারণ মানুষদের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। প্রায়শই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয় এলাকাবাসীদের।

এই সোদামোল্লা পাড়ায় ২৫ থেকে ৩০টি পরিবার বসবাস করে। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাস্তার এই বেহাল দশার কারণে গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং প্রতিবাদে রাস্তায় ধানের গাছ লাগিয়ে দেন। তাদের দাবি, যত দ্রুত সম্ভব এই রাস্তা মেরামত করতে হবে।

মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রামকৃষ্ণ মন্ডল বলেন, 'আমাকে স্থানীয় মেম্বার কিছু জানায়নি, যার ফলে আজ পর্যন্ত রাস্তার কাজ শুরু হয়নি। বিষয়টি জানলাম এবং খুব দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু হবে।'

এলাকার বাসিন্দারা প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। তারা আশা করেন, প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নেবে এবং তাদের যাতায়াতের সমস্যার সমাধান করবে।

জলমগ্ন গুজরাটের গ্রামে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার পুলিশেব

আমেদাবাদ, ৫ আগস্ট (হি.স.) : একনাগাড়ে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গুজরাটের জনজীবন। প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে একাধিক নদী। কাবেরী নদীর জল পাড় ছাপিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে গ্রাম। সোমবার গুজরাটের জলমগ্ন গ্রামে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধার করলো পুলিশ।

জানা গেছে, সোমবার বঙ্গান গ্রামে হঠাৎই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। কাবেরী নদীর জল পাড় ছাপিয়ে চলে আসে গ্রামে। সেখানেই আটকে পড়েছিলেন পর্যটকরা। উল্লেখ্য, বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে কাবেরী ও পূর্ণা নদী। ভাসছে গুজরাটের বিভিন্ন এলাকা। নীচু এলাকার বহু বাসিন্দাকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জানা গেছে, একাধিক রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেছে জল। ফলে ব্যহত হচ্ছে যান চলাচল। তৈরি হচ্ছে যানজট। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শন করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে।

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ, ফুলবাড়ি সীমান্তে বন্ধ ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য

শিলিগুড়ি, ৫ আগস্ট (হি. স.) : বাংলাদেশে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জেরে আরও একবার ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেল। ওপার বাংলার অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির কারণে সোমাবার থেকে ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে বোল্ডার বোঝাই ট্রাক পড়শি দেশে যাওয়া বন্ধ হল। অনির্দিষ্টকালের জন্য সেখানে কার্ফুও জারি করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দু'দেশের আমদানি-রফতানি বন্ধ।ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে ওপার বাংলায় বোল্ডার নিয়ে যাওয়া ভুটানের ট্রাক চলাচলও বন্ধ করা হয়েছে। রবিবার পর্যন্ত বাংলাদেশে বোল্ডার নিয়ে যে ট্রাকগুলি গিয়েছিল, সেগুলি এদিন বাংলাবান্ধা সীমান্ত হয়ে ফিরে আসে। চিকিৎসা কিংবা ঘোরার জন্য ভারতে আসা অনেক বাংলাদেশের নাগরিক এদিন নিজেদের দেশে ফিরেছেন। ওপার বাংলায় সমস্ত পরিবহণ বন্ধ। সেক্ষেত্রে সীমান্ত পেরিয়ে ওপার বাংলায় গেলেও বাড়ি কি করে ফিরবেন সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাংসদদের সংসদের মর‍্যাদা রক্ষার বার্তা অধ্যক্ষ ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই সংসদে অধিবেশন শুরুর আগেই উপস্থিত সাংসদদের সাবধানবাণী শোনালেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। তিনি এদিন বলেন, সংসদ সংসদীয় আলোচনার জন্য, জনসংযোগের জন্য নয়। তিনি এও বলেন, সংসদের মর‍্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব সাংসদদের উপরই বর্তায়।

নদীপথে ফেরি পরিষেবা বন্ধ, হাওড়ার আমতায় পথ অবরোধ

হাওড়া, ৫ আগস্ট (হি.স.): নদীপথে ফেরি পরিষেবা বন্ধ। এরই প্রতিবাদে হাওড়ার আমতা ২ নম্বর ব্লকের আজানগাছি বাজারে পথ অবরোধ করল দ্বীপাঞ্চলের বাসিন্দারা। সোমবার দুপুরে তারা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এদিন সকালে ফেরি পরিষেবা চালু থাকায় তারা নদী পেরিয়ে এপারে আসে। কিন্তু দুপুরের পর আচমকা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফেরি পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সোমবার এবং মঙ্গলবার দু''দিন ফেরি পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, প্রশাসনের আচমকা এই সিদ্ধান্তের জেরে তারা বিপদে পড়েছেন। কারণ ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকায় তারা আর বাড়ি ফিরতে পারছেন না।

বকেয়া বিল মেটানোর দাবি, জলপাইগুড়িতে বিক্ষোভ ঠিকাদারদের

জলপাইগুড়ি, ৫ আগস্ট (হি.স.): বকেয়া বিল মেটানোর দাবিতে জলপাইগুড়িতে পূর্ত দফতরের মূল ফটক রুখে দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন ঠিকাদাররা। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকার জন্য অস্থায়ী কাঠামো তৈরির কাজ করেছিলেন তারা। জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে প্রায় ছয়শোর বেশি অস্থায়ী কাঠামো তৈরির কাজ হয়েছিল। যার বিল দাঁড়ায় সাড়ে সাত কোটি টাকা। এখনও পর্যন্ত পূর্ত দফতর এক কোটি টাকা মিটিয়েছে। সাড়ে ছয় কোটি টাকা বিল বকেয়া। দ্রুত সেই বকেয়া টাকা মেটানোর দাবিতেই সোমবার সকাল থেকে বিক্ষোভ দেখান ঠিকাদাররা। এ বিষয়ে পূর্ত দফতরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ডায়মন্ড হারবারের অভিজাত হোটেলে আগুন, আতঙ্কিত অতিথিরা

ডায়মন্ড হারবার ৫ আগস্ট (হি.স.) :ডায়মন্ড হারবারের একটি অভিজাত আবাসিক হোটেলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের হুগলি নদীর পাড়ে অবস্থিত হোটেলটির মধ্যে থেকে কিছুক্ষণ আগে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন হোটেলে অবস্থানরত মানুষজন।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন ও ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগে থাকতে পারে। দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেছেন।

হোটেলের অতিথিরা নিরাপত্তার জন্য হোটেল থেকে বেরিয়ে আসেন। এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তৎপরতা দেখাচ্ছে। আগুন লাগার কারণ নির্ণয় করতে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে তদন্ত চলছে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

তেলেঙ্গানায় স্কুলের খাবার খেয়ে অসুস্থ ১৬ পড়ুয়া, নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে

মেহবুবনগর, ৫ আগস্ট (হি.স.): তেলেঙ্গানায় স্কুলের খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লো ১৬ জন পড়ুয়া। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার মেহবুবনগরে।

জানা গেছে, পেন্টলাভেল্লি এলাকার কস্তুরবা গুরুকুল গার্লস স্কুলে সোমবার খাবার খেয়ে একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে ১৬ জন পড়ুয়া। তাদের কোলহাপুরের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। খাবারে বিষক্রিয়ার ফলে এই ঘটনা ঘটেছে বলে তদন্তে প্রাথমিক অনুমান। অসুস্থ পড়ুয়াদের দেখতে কোলহাপুর হাসপাতালে যান কংগ্রেস নেতা জুপল্লী কৃষ্ণ রাও। ঘটনার তদন্ত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরে গ্রামবাসীদের পথ অবরোধ

পূর্ব মেদিনীপুর, ৫ আগস্ট(হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত মানুয়া গ্রামের গ্রামবাসীরা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সোমবার সকালে পথ অবরোধে শামিল হয়েছেন। পুলশিটা থেকে রায়চক পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে এই অবরোধের আয়োজন করা হয়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাস্তার কোনো সংস্কারের কাজ হয়নি। ফলে, ৭ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ রাস্তা এখন সম্পূর্ণ খানাখন্দে ভরে গেছে। এই কারণে প্রতিনিয়ত একাধিক দুর্ঘটনা ঘটছে। গত বছর এই রাস্তার খারাপ অবস্থার কারণে এক শিশুর মৃত্যুও হয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

এই পরিস্থিতির বিষয়ে প্রশাসনকে বারবার জানানো হলেও কোনো সমাধান মেলেনি। ফলস্বরূপ, এদিন সকাল ৯টা থেকে গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ করেন। সকাল থেকে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে এই অবরোধ চলতে থাকে। গ্রামবাসীরা দাবি জানিয়েছেন যে, যদি অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার না করা হয়, তাহলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। এই অবরোধের কারণে ব্যস্ততম রাস্তায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে এখনো কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

কংগ্রেসের সময় কৃষকদের হত্যা করা হয়েছে, রাজ্যসভায় দাবি শিবরাজের

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): কংগ্রেসের সময় দেশে কৃষকদের হত্যা করা হয়েছে, পরিসংখ্যান তুলে ধরে সোমবার এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। সোমবার রাজ্যসভায় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'কংগ্রেস যখন বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল, তখন কৃষকদের হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে কংগ্রেস যখন বিহারে ক্ষমতায় ছিল, তখন গুলিতে ২৩ জন কৃষক নিহত হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকীতে, দুই কৃষককে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে তাঁরা (কংগ্রেস) মেরঠে কৃষকদের উপর গুলি চালায় এবং ৫ জন কৃষককে হত্যা করা হয়েছিল।'কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেছেন, 'আমি যখন কৃষিমন্ত্রী হলাম, তখন আমার মনে হয়েছিল, আমার সব প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ পড়া উচিত। আমি যখন সেই ভাষণগুলি পড়ি, তখন আমি বিস্মিত এবং হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম, কারণ কৃষকরা কখনই কংগ্রেসের অগ্রাধিকার ছিল না। যখন আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন, তখন আমি তাঁর বক্তৃতাগুলি পড়ি, আপনি দেখতে পাবেন যে তিনি কৃষকদের নিয়ে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হৃদয়ে কৃষকের কল্যাণ আছে এবং সে কারণেই তিনি কৃষকদের কথা বলেন।'

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল আম আদমি পার্টি, জয় পেলেন উপ-রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): শীর্ষ আদালতে জোর ধাক্কা খেল আম আদমি পার্টি। দিল্লি পুরনিগমের সদস্য নিয়োগ মামলায় লেফটেন্যান্ট গর্ভনরেরই জয় হল। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, দিল্লির লেফটেন্যান্ট গর্ভনর নিজের ইচ্ছামতো পুরনিগমে সদস্য নিয়োগ করতে পারেন। শীর্ষ আদালত এও জানিয়েছে, দিল্লি পুরসভায় সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে এএপি সরকারের অনুমতির প্রয়োজন নেই লেফটেন্যান্ট গর্ভনরের।অর্থাৎ দিল্লি সরকারের সম্মতি ছাড়াই দিল্লির উপ রাজ্যপালের দিল্লি পুরনিগমের সদস্যদের মনোনীত করার ক্ষমতা রয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্ট এদিন রায় দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ দিল্লির মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ ছাড়াই উপ রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনার ১০ জন অল্ডারম্যান মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে মামলায় রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন ২০২৩-এর ১৭ মে। সোমবার সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে শীর্ষ আদালত বলেছে, দিল্লি পুর নিগম আইন অনুযায়ী উপ রাজ্যপালের, দিল্লি সরকারের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। কারণ এটা বিধিবদ্ধ ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা নয়।

তাজপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও পথ অবরোধ, মহিলারা বললেন শান্তিতে বাঁচতে চাই

তাজপুর, ৫ আগস্ট (হি.স.): তিন দিন আগে তাজপুরের জলদা এলাকায় তফশীলি সম্প্রদায়ের মানুষদের উপর অত্যাচার এবং দোকান ভাঙচুরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও পথ অবরোধ করল ওই সম্প্রদায়ের মহিলারা। সোমবার সকালে তাজপুরের জলদা অঞ্চলে রেঞ্জারের বিরুদ্ধে ধিক্কার মিছিল বের হয়। মিছিলের অংশগ্রহণকারীরা অভিযোগ করেন, তাদের দোকানগুলো ভাঙচুর করা হয়েছে এবং তারা দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধা পাচ্ছেন। মহিলাদের দাবি, তাদের দোকান করে রুজি-রোজগার করতে দিতে হবে এবং অখিল গিরির মন্ত্রিত্ব বহাল রাখতে হবে। এদিনের বিক্ষোভে উপস্থিত একজন মহিলা বিক্ষোভকারী বলেন, 'আমরা শান্তিতে বাঁচতে চাই, কিন্তু আমাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে এবং আমাদের দোকানগুলো ভাঙচুর করা হচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদে পথে নেমেছি এবং আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই বিক্ষোভ চলবে।' এদিকে, স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, তারা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখছেন এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। পরিস্থিতি যাতে আরও উত্তপ্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে।

ফিজিতে পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি, সুভাতে রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.) : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিন দেশ সফরের প্রথম পর্যায়ে ফিজির নাদিতে পৌঁছেছেন। ভারতের কোনও রাষ্ট্রপতির এটিই প্রথম ফিজি সফর। ৭ আগস্ট পর্যন্ত সে দেশে থাকবেন তিনি। সোমবার ফিজিতে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ জানানো হয়েছে, এই সফর দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক আরও মজবুত করবে। ফিজির রাষ্ট্রপতি কাতোনিওয়েরে এবং প্রধানমন্ত্রী সিটিভানি রাবুকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। রাজধানী শহর সুভাতে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। ফিজির সংসদে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি সেদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন রাষ্ট্রপতি।ত্রিদেশীয় সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে নিউজিল্যান্ডে যাবেন রাষ্ট্রপতি। নিউজিল্যান্ডে রাষ্ট্রপতি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি ওয়েলিংটনে এক আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনেও ভাষণ দেবেন। অকল্যান্ডে তিনি ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপচারিতায় মিলিত হবেন। সফরের শেষ পর্যায়ে তিনি তিমুর লেস্টের রাজধানী শহর দিলিতে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। সেখানে তিনি ভারতীয়দের সঙ্গেও মিলিত হবেন।

Page-3 and 5.pmd 2 06-08-2024, 12:17

শ্রাবণের তৃতীয় সোমবারে হাওড়া নদীর জলে শিবের বিশেষ আরাধনায় ব্রতী ভক্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবারে ভক্তরা হাওড়া নদী থেকে জল সংগ্রহ করে শিবের মাথায় জল ঢাললেন। পূণ্য অর্জনের লক্ষ্যেই তাদের এই প্রয়াস।

আজ ছিল শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার। ভক্তরা সুদূর হাওড়া নদী থেকে শোভাযাত্রা করে জল এনে শিবের মাথায় জল ঢালেন। কথিত আছে শ্রাবণ মাসের সোমবার শিবের মাথায় জল ঢাললে বিশেষ পূণ্য লাভ হয়। সেই ধর্মীয় বিশ্বাসে ভক্তরা নদী থেকে জল সংগ্রহ করে শিবের মাথায় জল ঢালেন। শুধু আগরতলাতে নয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এদিন এই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ আগস্ট: নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার এক ব্যক্তি। ঘটনা খোয়াইয়ের চাম্পাহাওর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন ২রা আগস্ট চাম্পাহাওর থানায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ জানিয়ে একটি মামলা করা হয়। এক নাবালিকা খেলতে গেলে তাকে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে এক ব্যক্তি, এমনই অভিযোগ ছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার ধীরেন্দ্র নমঃ শূদ্র নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করে রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ।

বিএসএফ মহাপরিচালকের সুন্দরবন সীমান্ত পরিদর্শন, অপারেশনাল প্রস্তুতি পর্যালোচনা

সুন্দরবন, ৫ আগস্ট(হি.স.): বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) মহাপরিচালক শ্রী দলজিৎ সিং চৌধুরী, আইপিএস, ভারতের সুন্দরবন এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সফরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রী রবি গান্ধী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পূর্ব কমান্ড, এবং শ্রী মনিন্দর প্রতাপ সিং, মহাপরিদর্শক, দক্ষিণবঙ্গ। সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল সীমান্তের অপারেশনাল প্রস্তুতি এবং কৌশলগত মোতায়েন পর্যালোচনা করা।

শ্রী দলজিৎ সিং চৌধুরী ৩ আগস্ট ডিজি বিএসএফ-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সরকারী সফর। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিএসএফ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সতর্কতা জারি করেছে এবং সীমান্তে মোতায়েন সেনার সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। সফরটি দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত মুখ্যালয়ে বিএসএফ এর এডিজি ইস্টার্ন কমান্ড শ্রী রবি গান্ধীর একটি বিস্তারিত ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। ব্রিফিংয়ে ইস্টার্ন কমান্ডের ব্যাটালিয়নের কৌশলগত পরিস্থিতি এবং অপারেশনগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মহাপরিচালককে সংবেদনশীল আন্তর্জাতিক সীমান্তে জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখতে বিএসএফের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

ব্রিফিং শেষে, বিএসএফের ডিজি, শ্রী রবি গান্ধী এডিজি এবং অন্যান্য অফিসারদের সাথে ধামাখালীতে যান। সেখানে ১১৮ তম ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট ডিজি বিএসএফকে টি-জংশনে মোতায়েন করা ভাসমান বিওপির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি রেইনফরেস্ট এবং জল-সমৃদ্ধ ভূখণ্ডের অনন্য চ্যালেঞ্জ এবং সীমান্ত অপরাধ, চোরাচালান, এবং অবৈধ ক্রসিং মোকাবেলায় কার্যকরী পদক্ষেপগুলি তুলে ধরেন। এই সফর ভারতের সীমান্ত রক্ষা, এই অঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিএসএফ-এর নিষ্ঠা ও সতর্কতা তুলে ধরে। সুন্দরবন এবং উত্তর ২৪ পরগণায় বিএসএফ-এর চলমান প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ এবং জাতির সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশিষ্ট পরিচালক প্রভাত রায়কে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্য বিশেষ সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: কলকাতার হোটেল হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল-এ এক বর্ণময় অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট পরিচালক প্রভাত রায়কে "লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট" এর বিশেষ সম্মান প্রদান করে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স এক বিশেষ ভাবনা থেকে এই "লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট" বিশেষ সম্মান পুরস্কারের আয়োজন করেছে। জীবনের নানা ক্ষেত্রের তারকারা যাঁরা তাঁদের পছন্দের কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের সব টুকু উৎসর্গ করেছেন বা বলা যায় পুরো জীবনটাই কাজের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছেন, আর এই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের কারণে সাফল্যের এক নতুন মাইলফলক তৈরি হয়েছে যা অন্যদের উত্থানের ক্ষেত্রেও অনুপ্রেরণা জোগাবে, এমন বিশিষ্টদের কাজকে, তাঁদের সৃষ্টিকে সম্মান জানানোই শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর উদ্দেশ্য।

এই বছরের "লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট" বিশেষ সম্মান পুরস্কারটি বিশিষ্ট পরিচালক প্রভাত রায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পরিচালক প্রভাত রায় "শ্বেত-পাথরের থালা" ও "লাঠি"র মতো এমন আরো অনেক সিনেমা তৈরি করেছেন যা বক্স অফিসে বাণিজ্যিক ভাবে সফল তো হয়েছেই সমালোচকদেরও প্রশংসা পেয়েছে আর পুরস্কারও জিতেছে। ছবি পরিচালনায় শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তিনি নানা পুরস্কারের পাশাপাশি ২ বার জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন।

বিশিষ্ট পরিচালক প্রভাত রায়কে এই বিশেষ সম্মান প্রদান করার জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - এর কর্ণধার রূপক সাহার সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন আজকের দিনের অন্যতম সফল অভিনেতা প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী ও বলিউড অভিনেতা সচিন।

মঞ্চে আনন্দের সঙ্গে এই সম্মান গ্রহণ করে পরিচালক প্রভাত রায় বলেন, "আমি এই লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট কৃতিত্বের জন্য বিশেষ সম্মান পেয়ে খুবই আনন্দিত। আর এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে ধন্যবাদ জানাই। একইসঙ্গে শিল্প ও সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে তাদের যে প্রয়াস তা যেন সর্বোত্তম হয় এই কামনাই করি।"

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেছেন, "আমরা সবসময় গয়না শোরুমের চার দেওয়ালের বাইরে নানা ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের সাধনা নিয়ে এসেছি। আমাদের সমাজের যে সব উজ্জ্বলতা রয়েছে যা আমাদের জীবন এবং সময়ের জন্য খুবই মূল্যবান তা উদযাপন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই লাইফটাইম অ্যাচিভেন্টের জন্য বিশেষ সম্মান আমাদের কাছেও খুবই গর্বের। কারণ প্রভাত রায়ের মতো অসাধারণ কৃতিত্বের মানুষকে সম্মান জানানোর মাধ্যমে আমরা তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং উপস্থিতির উজ্জ্বলতায় নিজেদের ধন্য বোধ করি।"

তারকাখচিত এই অনুষ্ঠানের শেষে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে সেই মানুষটিকে সম্মান জানিয়েছেন যিনি সব সময় বাংলা সিনেমার হল অফ ফেমে এক বিশেষ স্থান দখল করে থাকবেন।

সর্বসম্মতভাবে পাশ ও গৃহীত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব

কলকাতা, ৫ আগস্ট (হি. স.) : দুই ঘন্টা ধরে আলোচনার পর সরকার পক্ষের আনীত বাংলা ভাগ রুখতে প্রস্তাব সোমবার পাশ হয়েছে। এবং তা কোনও রকম সংশোধনী ছাড়াই ধ্বনি ভোটে। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে জানান, বিরোধীদের দাবি এনেছে সরকার পক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, 'বঙ্গভঙ্গ নয়, আমরা অখন্ড পশ্চিমবাংলাকে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করব। আমরা বিভাজন চাই না'। এর আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই মহতী সদন অবিভক্ত পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।' শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষের বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বিধানসভার অধিবেশনে। এরপর বাংলার রাজ্য সঙ্গীত ও জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়েছে। এই পর্বের অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছে।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মালদা সীমান্তে বাংলাদেশে অশান্তির জেরে বাড়তি সতর্কতা

মালদা, ৫ আগস্ট(হি.স.): বাংলাদেশে চলমান অশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে মালদার মহদিপুর আন্তঃজাতিক সীমান্তে বাড়তি সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এবং পুলিশ যৌথভাবে সীমান্তে নজরদারি বৃদ্ধি করেছে।

সীমান্ত পার হওয়া ভারতীয় নাগরিকরা দুশ্চিন্তা এবং আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে, ব্যাঙ্গালোরে চিকিৎসা করানোর পর বাংলাদেশে ফিরতে আসা রাজশাহীর বাসিন্দা মোঃ শাওন, দেশের প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফা এবং সরকার বদলের খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ থেকেও জরুরি প্রয়োজনে কিছু লোক ভারতে আসছেন। বর্তমান পরিস্থিতির ফলে উভয় দেশের সীমান্ত এলাকায় সতর্কতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সরকারের পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, যা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে সরাসরি প্রভাব ফেলছে। হিন্দুস্থান সমাচার / এ. গঙ্গোপাধ্যায় / সোনালি

সরকারে লক্ষ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বিদ্যুৎ বিল আদায়ের লক্ষ্যে দপ্তরকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। প্রয়োজনে রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় শিবির করে বিল আদায় করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়াও ১৯১২ নম্বরে বিদ্যুতের বিভিন্ন সমস্যাজনিত কল পেলে তা দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, বিদ্যুৎ বিল সময়মতো প্রদান করার জন্য ভোক্তাদের সচেতন করতে হবে। বিদ্যুৎমন্ত্রী অবৈধভাবে যারা বিদুৎ ব্যবহার করছেন তাদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

পর্যালোচনা সভায় বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং দপ্তরের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে বিদ্যুতের যোগান রয়েছে ৪৫৭ মেগাওয়াট এবং বিদ্যুতের চাহিদা হচ্ছে প্রায় ৩৬২ মেগাওয়াট।

তিনি জানান, রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর উন্নয়নে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে দপ্তর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। ইতিমধ্যেই বিশ্রামগঞ্জে এনইসি প্রকল্পে একটি ১৩২ কেভি নতুন সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে যা শ্রীঘ্রই চালু করা হবে। প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি প্রকল্পে বোধজংনগরে ১৩২/৩৩ কেভি সাব-স্টেশন পরিবর্ধনের কাজ চলছে। এর জন্য ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। রাজ্য সরকারের বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রকল্পে সূর্যমনিনগর থেকে মনারচক এবং সূর্যমনিনগর থেকে রুখিয়া পর্যন্ত ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপনের কাজ চলছে। এর জন্য মোট ৩৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।

পর্যালোচনা সভায় সচিব আরও জানান, রিভাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিমে রাজ্যে এলটি লাইনকে এবি ক্যাবল লাইনে রূপান্তর, হাই ভোল্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম স্থাপন, স্মার্ট মিটার, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন ইত্যাদি কাজ চলছে। এই প্রকল্পের জন্য ৮০২ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এছাড়াও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় রাজ্যে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর উন্নয়নে ১,১৫৫ কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ চলছে। পর্যালোচনা সভায় এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী জনমন, ট্রেডা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় এছাড়াও মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশ্বনাথ বসু, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি পরমানন্দ ব্যানার্জী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চাঁচলে মরা মহানন্দা নদী পরিদর্শনে জেলাশাসক, নিকাশি সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা

মালদা, ৫ আগস্ট(হি.স.): সোমবার চাঁচল সদরের নিকাশি সমস্যা পরিদর্শন করতে মরা মহানন্দা নদীর পাড়ে এলেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন চাঁচলের মহকুমাশাসক শৌভিক মুখোপাধ্যায়, চাঁচলের এসডিপিও সোমনাথ সাহা, বিডিও থিনলে ফুন্টসক ভুটিয়া এবং চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েত ও চাঁচল ১ পঞ্চায়েত সমিতির জনপ্রতিনিধিরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মরা মহানন্দা নদী দখল হওয়ার কারণে জল নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এই একই অভিযোগ করেছেন পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরাও। ফলে এলাকার বাসিন্দারা জলজটের সমস্যায় ভুগছেন। চাঁচলের মহকুমাশাসক শৌভিক মুখোপাধ্যায় বলেন, 'নদী সংস্কার নিয়ে জেলাশাসক একটি পরিকল্পনা নিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।' জেলাশাসক নীতিন সিঙ্ঘানিয়া জানান, 'নদী দখলমুক্ত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে এবং নিকাশি সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে।' উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে চাঁচল এলাকার জল নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। মরা মহানন্দা নদীর দখলমুক্তি এবং সংস্কার না হওয়ায় প্রতিবার বর্ষায় সমস্যা তীব্রতর হয়। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে স্থানীয় বাসিন্দারা আশাবাদী, সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।

গাজোলে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের বিক্ষোভ ও অনশন কর্মসূচি

গাজোল, ৫ আগস্ট(হি.স.): সোমবার মালদার গাজোল থানার সামনে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের গাজোল সংগঠনের উদ্যোগে বিক্ষোভ এবং অনশন ধর্না প্রদর্শন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন আন্দোলনকারীরা প্লাকার্ড নিয়ে গাজোল থানার সামনে সমবেত হন এবং মহিলারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বিক্ষোভকারীরা স্থানীয় থানায় লিখিত ডেপুটেশন প্রদান করেন। তাদের প্রধান দাবি ছিল, সমস্ত আদিবাসী গ্রাম সমাজে সংবিধান ও গণতন্ত্র কার্যকর করতে হবে। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায়। আন্দোলনকারীরা সতর্ক করে বলেন, যদি তাদের দাবি পূরণ না হয়, তাহলে আগামী দিনে তারা বড় ধরনের আন্দোলন করতে বাধ্য হবেন।স্থানীয় প্রশাসন এই বিষয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি, তবে এই আন্দোলনের ফলে এলাকায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

পরাজয় নিশ্চিত ঃ আশীষ

● প্রথম পাতার পর

রুপম ধর পুরকায়স্থ, কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সদস্য মানিক দেব, ধলাই জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নিধু মারাক সহ অন্যান্যরা। আশীষ কুমার সাহা বলেন ,বিজেপি সন্ত্রাসের রাজনীতি করছে, বিরোধী দলের প্রার্থীরা আক্রান্ত হচ্ছে, ভোট প্রহসনে পরিণত করছে বিজেপি। যদি স্বচ্ছভাবে ভোট হয় তাহলে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত ।ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে তুইসিন্দ্রাই এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে শামিল হলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনসহ জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ। ত্রিস্তর নির্বাচনের প্রাক্কালে দলীয় কর্মী সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতে তেলিয়ামুড়ায় দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। তুইসিন্দ্রাই এলাকায় দলীয় নির্বাচনী অফিসে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থী সহ কংগ্রেস দলের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সদস্য তথা কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ।বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন ছাড়াও এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ সভাপতি প্রেমাংশু রায়, কংগ্রেস কমিটির রাজ্য সম্পাদক কার্তিক দেবনাথ সহ অনন্য কংগ্রেস নেতা কর্মীরা।

জারি বিএসএফের

● প্রথম পাতার পর

পরিপ্রেক্ষিতে একটি 'প্ল্যান বি' প্রস্তুত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন। তাতে তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন, বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির প্রভাব সীমান্তবর্তী ভারতের অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে ফেলতে পারে।

এক্স হ্যান্ডলে প্রদ্যোতমাণিক্য আরও লিখেছেন, বাংলাদেশের প্রভাব সব আগে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ে পড়বে। তাই এখন বা ভবিষ্যতে কোনও কিছু ঘটার আগে ভারত সরকারের অবশ্যই একটি 'প্ল্যান বি' থাকতে হবে। তিনি স্থানীয় জনগণ তথা দেশের আদি বাসিন্দাদের সর্বোত্তম সুরক্ষা প্রদান করতে 'প্রিপেয়ার অ্যান্ড এমপাওয়ার্ড' (প্রস্তুত এবং ক্ষমতায়ন) করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও অসম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত ২,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। ওই সব সীমান্তের বহু জায়গা এখনও উন্মুক্ত। বেশ কিছু সীমান্তবর্তী এলাকায় ঘন জনবসতি এবং ঘন জঙ্গল পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

৩৭০ এবং ৩৫(ক) অনুচ্ছেদ বাতিলের পঞ্চম বর্ষ উদযাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার সংসদে ৫ বছর আগে ভারতের সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫(ক) অনুচ্ছেদ বাতিল করার সিদ্ধান্তকে মনে করিয়ে দেন। তিনি এটিকে এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত বলে অভিহিত করে বলেন, এটি জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন যুগের সূচনা করেছিল।

মোদী এক্স-হ্যান্ডলে লিখেছেন: "আজ আমরা ভারতীয় সংসদে ৩৭০ এবং ৩৫(ক) অনুচ্ছেদ বাতিলের সিদ্ধান্তের ৫ বছর পূর্ণ করছি। আমাদের দেশের ইতিহাসে এটি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। এটি ছিল জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির নতুন যুগের সূচনা। এর অর্থ ভারতের সংবিধান এই স্থানগুলিতে রূপায়িত হল আক্ষরিকভাবে, সংবিধান প্রণেতা মহান পুরুষ ও নারীর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

এই বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়নের ফল থেকে বঞ্চিত মহিলা, যুবসমাজ, অনগ্রসর শ্রেণী, জনজাতি এবং প্রান্তিক সমাজের জন্য এল নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং সুযোগ। একইসঙ্গে দশকের পর দশক ধরে দুর্নীতিপীড়িত জম্মু ও কাশ্মীরকে দুর্নীতির কবল থেকে মুক্ত করা নিশ্চিত হল।" আমি জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের মানুষকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আমাদের সরকার তাদের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে এবং আগামীদিনে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রস্তুতি

● প্রথম পাতার পর

করেন তারা। চেয়ার বসে ছবি তোলেন। কেউ নাচানাচি আর হৈ-হুল্লোর করছিলেন। সংসদের লেকে নেমে গোসলও করেন। গণভবনে মানুষ ঢুকে পড়ার পর সেখানে লুটপাটের পাশাপাশি বিজয় সরণি মোড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্যও ভাঙচুর করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, গণভবনের ভেতরে রাখা খাবার নিয়ে নিয়ে খাচ্ছেন অনেকে। কেউ কেউ সরকার প্রধানের খাটে শুয়ে ছবি তুলেছেন। সেখানে জলাধারে নেমে গোসল করে উল্লাসও প্রকাশ করেছেন অনেকে। কেউ কেউ নিয়েছেন শাড়ি, বালিশ, কাঁথা। ফ্রিজ থেকে মাছ নিয়েও আসেন অনেকে। চেয়ার, টেবিল হাড়ি পাতিল, কোনো কিছুই বাকি রাখেনি তারা। এমনকি প্লাস্টিকের চেয়ার হাতে নিয়েও বের হতে দেখা যায়। টেলিভিশন, ফ্রিজ, ফ্যান, ছাগল, খরগোশ, হাঁস, মুরগি, সবজি বাগান থেকে শাক সবজিও তুলে নেয় মানুষ। লাগেজ, ডিভান, ওভেন, গাছ, ঘড়িসহ বিভিন্ন আসবাবপত্র নিতে দেখা গেছে।

বিজয় সরণি মোড়েও উল্লাস করতে দেখা গেছে অনেককে। এর মধ্যে কয়েকজন মোড়ে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙচুর করতে শুরু করে। ভাস্কর্যের চশমার কিছুটা অংশ ভেঙে ফেলতে দেখা গেছে একটি বেসরকারি টেলিভিশনের পর্দায়। পরে ভাস্কর্যের মুখের অংশ ভেঙে নিয়ে যেতে দেখা যায়। সরকার পতনের খবর পাওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ নেতা, দলটির একাধিক সংসদ সদস্যের পাশাপাশি বিভিন্ন স্থাপনা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের খবর পাওয়া গেছে। মাদারীপুর, নওগাঁ, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, ময়মনসিংহ সহ বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লিগের নেতা-মন্ত্রিরা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের বাড়িঘরে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

গণ আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হওয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আর রাজনীতিতে ফিরবেন না বলে জানিয়েছেন তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। বিবিসি নিউজআওয়ারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, এত পরিশ্রমের পরও অল্প কিছু মানুষের এমন আন্দোলন দেখে তিনি যার পর নাই হতাশ। তিনি বলেছেন, রবিবারও তার মা পদত্যাগের প্রশ্নে দ্বিধায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত পরিবারের কথায় নিজের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে তিনি দেশ ছেড়েছেন।

আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের রূপরেখা পেশ করবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এই আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমরা একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের প্রস্তাব করবো। সেই জাতীয় সরকারে অভ্যুত্থানকারী ছাত্র-নাগরিকদের অংশ থাকবে এবং নাগরিক সমাজসহ বিভিন্ন পেশাজীবী ও বিভিন্ন পক্ষ রয়েছে। সবার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমরা অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের রূপরেখা ও সেই সরকারে কারা কারা থাকবেন তাদের নাম ঘোষণা করবো। নাহিদ ইসলাম বলেন, অভ্যুত্থানকারী ছাত্র-নাগরিকদের সমর্থিত বা প্রস্তাবিত সরকার ছাড়া আমরা কিন্তু আর কোনো সরকার সমর্থন করবো না। সেটা সেনা-সমর্থিত সরকার হতে পারে বা জরুরি অবস্থা দিয়ে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার হতে পারে- এ ধরনের সরকারকে বিপ্লবী ছাত্র-জনতা গ্রহণ করবে না।

এদিন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে বঙ্গভবনে গেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। আরও যারা গেছেন তাদের মধ্যে বিএনপির মির্জা আব্বাস, নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের, মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নু, জাপা নেতা আনিসুল হক, হেফাজত নেতা মামুনুল ইসলাম, মাহাবুবুর রহমান, মুফতি মনির কাসেমী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড় আসিফ নজরুল, গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি, জাকের পার্টির শামিম হায়দার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুফতি সৈয়দ মো. ফয়জুল করিম, জামায়াতে ইসলামীর শেখ মো. মাসুদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মাওলানা জালাল উদ্দীন আহমদ, মেজর জেনারেল ফজলে রাব্বি (অব.) এবং আশরাফুল আলম।

সেনাপ্রধানের ভাষণের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে কারা থাকছেন সেই আলোচনা চলছে সর্বত্র। এর মধ্যে ১৮ জনের একটি নামের তালিকা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যাদের নাম আলোচনায় আছে তারা হলেন- বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড় সালেহউদ্দিন আহমেদ, বিজিবির সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড় মনজুর আহমেদ চৌধুরী, বুয়েটের অধ্যাপক ইকরামুল হক, সাবেক পরিবেশ সচিব ড় মাহফুজুল হক, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিস ট্রাস্টের সাবেক পরিচালক ব্যারিস্টার সারা হোসেন, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) নুরুল হুদা, বিজিবির সাবেক ডিজি লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মঈনুল ইসলাম, নিউএইজ-এর সম্পাদক নুরুল কবির, সাবেক সচিব মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) গোলাম হেলাল মোরশেদ খান, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, সুজন সম্পাদক ড় বদিউল আলম মজুমদার, আইনজীবী শাহদীন মালিক, অর্থনীতিবিদ ড় আহসান এইচ মনসুর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা এবং চাকমা সার্কেল চিফের উপদেষ্টা রানি ইয়ান ইয়ান।

এদিকে, ভারতে আসার পর শেখ হাসিনার সাথে দেখা করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। সমস্ত পরিস্থিতি বুঝে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রিপোর্ট করবেন। ইতিমধ্যে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। তবে, শেখ হাসিনা কোথায় আশ্রয় নেবেন তা এখনও ঠিক না হওয়ায় আপাতত তিনি ভারতেই ভারতেই অবস্থান করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, হাসিনা লন্ডন যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, ব্রিটেন তাঁকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে অসম্মতি জানিয়েছে।

আজ সংসদে বাংলাদেশ ইসুতে বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

জাতীয় ফুটবলে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ত্রিপুরা আজ জম্মু-কাশ্মীরের মুখোমুখি

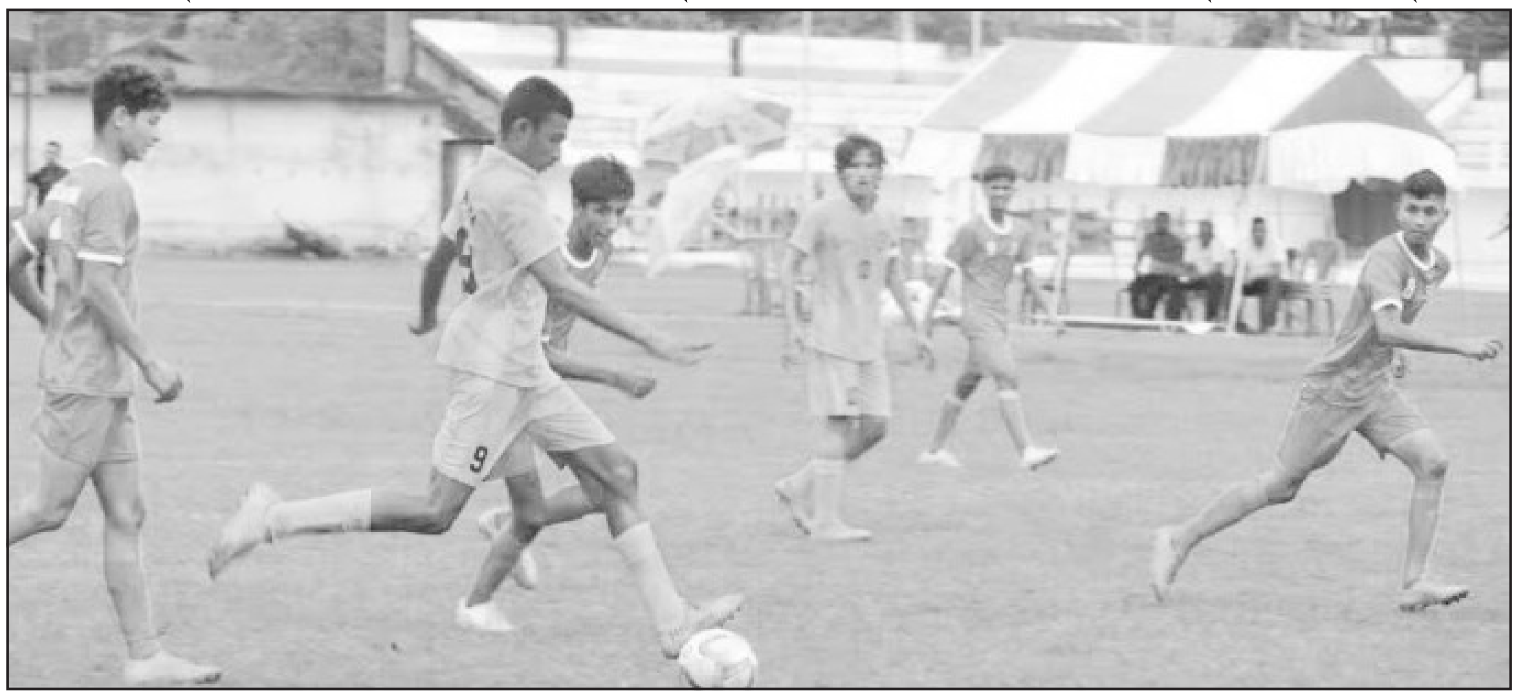

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরার ছেলেরা আগামীকাল খেলতে নামছে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে। গ্রুপে আপাতত সেরা দল জম্মু কাশ্মীর। এদিকে পয়েন্ট তালিকায় ত্রিপুরা রয়েছে পঞ্চম তথা অন্তিম স্থানে।

ত্রিপুরার পক্ষে মূলতঃ এটি নিয়ম রক্ষার ম্যাচ। পক্ষান্তরে জম্মু-কাশ্মীরের লক্ষ্য রয়েছে অপরাজেয়র ধারা অটুট রেখে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়ে মূলপর্বে খেলা। এদিকে, ত্রিপুরা দল চাইছে শেষ ম্যাচে জয়ের স্বাদ নিয়ে ঘরে ফিরতে। যদি এটা সম্ভব হয় তবে ত্রিপুরার পক্ষে হবে এটি একমাত্র জয়। কেননা প্রথম ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে দুই দুই গোলে ম্যাচ ড্র রেখে একমাত্র পয়েন্ট পেয়েছিল।

অতঃপর ক্রমান্বয়ে দুটো ম্যাচে যথাক্রমে গুজরাটের কাছে তিন-পাঁচ গোলে এবং উত্তরাখণ্ডের কাছে ন্যূনতম গোলে হেরে রাজ্য দল তলানিতে দাঁড়িয়ে। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত জুনিয়র বালকদের জাতীয় ফুটবল আসর তথা ডঃ বি সি রায় ট্রফি টুর্নামেন্টে আগামীকাল বি গ্রুপের শেষ দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জম্মু-কাশ্মীর ত্রিপুরা ম্যাচের পাশাপাশি উত্তরাখন্ড খেলবে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে। উত্তরাখণ্ড রয়েছে দ্বিতীয় শীর্ষে, তিন ম্যাচ থেকে দুটি জয়ের সুবাদে ৬ পয়েন্ট নিয়ে। উদ্দেশ্য রয়েছে আগামীকালের ম্যাচে জয় ছিনিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিকের সুবাদে নিজেদের মূলতঃ মূল পর্বের লক্ষ্যে দাবিদার করে তোলা। উল্লেখ্য, জম্মু-কাশ্মীর এ পর্যন্ত তিন ম্যাচের মধ্যে দুটোতে জয় এবং একটিতে ড্র করে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ তিন ম্যাচের মধ্যে দু-টিতে ড্র করার সুবাদে দুই পয়েন্ট নিয়ে ত্রিপুরা থেকে এক ধাপ উঁচুতে রয়েছে। গুজরাট গ্রুপ লীগের খেলা শেষ করেছে চার ম্যাচ থেকে দুটোতে জয়ের সুবাদে ৬ পয়েন্ট নিয়ে।

জুনিয়র বয়েজ ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ : বি-গ্রুপ

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
জম্মু-কাশ্মীর	৩	২	০	১	৯-৩	০৭
উত্তরাখন্ড	৩	২	১	০	৩-৩	০৬
গুজরাট	৪	২	২	০	৯-১১	০৬
মধ্যপ্রদেশ	৩	০	১	২	৪-৫	০২
ত্রিপুরা	৩	০	২	১	৫-৮	০১

নয়াদিল্লিতে জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার পদক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নয়াদিল্লিতে জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা দলের খেলোয়াড়রা দারুন সাফল্য পেয়েছে। গত ২ থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত নিউ দিল্লির তালকোটরা ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো অল ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪। এখানে উল্লেখ্য এই প্রতিযোগিতা ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অর্থাৎ কে আই ও দ্বারা অনুমোদিত ন উক্ত ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন-ই বর্তমানে ওয়ার্ল ক্যারাটে ফেডারেশন দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত একমাত্র সর্বভারতীয় পর্যায়ের ক্যারাটে খেলার প্রকৃত জাতীয় সংস্থা।উক্ত ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ এ ত্রিপুরা থেকে ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা এসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে ১২ জন প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিনী অংশগ্রহণ করে ও দুর্ধর্ষ লড়াই করে রাজ্যের জন্য ২ টি ব্রোন পদক অর্জন করে। পদকজয়ী খেলোয়াড়েরা হলো: সাব জুনিয়র বালকদের বিভাগে আদ্রি রায় ভট্টাচার্য, জুনিয়র বালিকাদের বিভাগে প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ। রাজ্য ক্যারাটে দলের এই সাফল্যে সারারাজ্যের ক্যারাটে খেলোয়াড় ও অভিভাবকদের মনে খুশির হাওয়া বইছে ন এই সাফল্যের নিরিখে ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা এসোসিয়েশন-এর পক্ষথেকে পদকজয়ী ও অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়দের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে ন

লক্ষী ভান্ডারের অলিম্পিক ক্যুইজ, শেষ দিন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগষ্ট।। মেসার্স লক্ষী ভান্ডার আয়োজিত প্যারিস অলিম্পিক ক্যুইজ ধামাকায় অংশগ্রহণ করার অন্তিম দিন আগামীকাল মঙ্গলবার ৬ আগষ্ট রাত আটটা পর্যন্ত। সহজ তিনটি প্রশ্ন নিয়ে আয়োজিত হচ্ছে এবারের এই অলিম্পিক ধামাকা ক্যুইজ। যাঁরা এখনও এই ক্যুইজে অংশ গ্রহণ করেন নি তাদের আগামী কাল রাত আটটার মধ্যে কামান চৌমুহনী মসজিদ রোড এর মের্সাস লক্ষী ভান্ডারে আবেদন পত্র সংগ্রহ করে জমা করতে অনুরোধ জানান হয়েছে। প্রসঙ্গত তিনটি মেগা পুরস্কার সহ মোট ৩০টি পুরস্কার জেতার সুযোগ রয়েছে এই অলিম্পিক ধামাকা ক্যুইজ প্রতিযোগিতা থেকে।

ব্যাডমিন্টনে স্বপ্নভঙ্গ, অলিম্পিকের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় লক্ষ্যর

প্যারিস, ৫ আগস্ট (হি.স.): ব্যাডমিন্টনে স্বপ্ন ভঙ্গ। অলিম্পিক সেমিফাইনালে লক্ষ্য সেন হেরে গেলেন ডেনমার্কের প্রতিপক্ষঅ্যাক্সেলসেনের কাছে। তিনি হেরে গেলেন স্ট্রেট সেটে ২২-২০, ২১-১৪ ব্যবধানে। ম্যাচের একটা সময় টানটান লড়াইয়ের পর প্রথম গেমে হার হয় লক্ষ্য সেনের। সেই সময় ৬ পয়েন্টে এগিয়ে থেকেও ২২-২০ পয়েন্টে হেরে যান লক্ষ্য। লক্ষ্যের পদক জয় এর আশা এখনো রয়েছে।আগামীকাল সোমবার মালয়েশিয়ার লি জি জিয়ার বিরুদ্ধে জিততে পারলেই ব্রোঞ্জ মেডেল পেয়ে যাবেন লক্ষ্য।

প্রয়াত ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ক্রিকেটার গ্রাহাম থর্প

লন্ডন, ৫ আগস্ট (হি.স.): মাত্র ৫৫ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম ব্যাটার ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেটার গ্রাহাম থর্প। তাঁর প্রয়াণের খবর প্রকাশ করেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। সারের হয়ে ১৯৮৮ থেকে কাউন্টি খেলেছেন থর্প। ১৯৯৩ সালে ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের হয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১২ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ১০০টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। ৮২টি ওয়ানডে---ও খেলেছেন। ক্রিকেটার কেরিয়ার শেষ হওয়ার পরে কোচিংয়ে পা রাখেন থর্প। ২০১০ সালে তাঁকে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং কোচ করা হয়। তারপর সহকারী কোচও হন ইংল্যান্ড দলের। ২০২২ সালে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের সিরিজের জন্য থর্পকে হেড কোচ নিযুক্ত করা হয়। ইসিবির তরফে বলা হয়েছে, দেশের সর্বকালের সেরা ব্যাটারদের মধ্যে অন্যতম গ্রাহাম থর্পের মৃত্যুতে গোটা ইংল্যান্ড গভীরভাবে শোকাহত।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর অলিম্পিকেও দ্রুততম মানব নোয়াহ লাইলস

প্যারিস, ৫ আগস্ট (হি.স.): অবিশ্বাস্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এক দৌড় দেখল প্যারিস অলিম্পিক। দ্রুততম মানবের খেতাব জিতলেন আমেরিকার নোয়াহ লাইলস। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর অলিম্পিকেও দ্রুততম মানব হলেন তিনি। এই মার্কিন তারকা ৯.৭৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতলেন ১০০ মিটার স্প্রিন্টে। তাঁর সমান ৯.৭৯ সেকেন্ড সময় নিয়েও ফটো ফিনিশে দ্বিতীয় হয়েছেন জ্যামাইকার কিশানে টম্পসন। দুই জনকে পৃথক করেছে সেকেন্ডের হাজার ভাগের ৫ ভাগ সময়। সেকেন্ডের সহস্রাংশে লাইলস (.৭৮৪) এগিয়ে ছিলেন টম্পসনের চেয়ে (.৭৮৯)। ৯.৮১ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছেন আমেরিকারই ফ্রেড কার্লি।

রাজ্যে এলেন নবনিযুক্ত প্রভারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: সোমবার রাজ্য এসেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির ত্রিপুরা প্রদেশের নবনিযুক্ত প্রভারী রাজদীপ রায়। এদিন তাঁকে আগরতলায় স্বাগত জানিয়েছেন দলের নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বরা। রাজ্যে এসেই নবনিযুক্ত প্রভারী রাজদীপ রায় বলেন, দলের নেতৃত্বরা ত্রিপুরার প্রভারী হিসেবে উনাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই দায়িত্ব যতটুকু সম্ভব সম্পূর্ণ করবেন। তিনি বলেন সামনেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগেই ৭০ শতাংশের বেশি আসনে বিজেপি দল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে। বাকি আসনগুলিতেও বিজেপি দল জয়ী হবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

আজ থেকে হর-ঘর-তেরঙ্গা অভিযান শুরু

আগরতলা, ৫ আগস্ট : আজ থেকে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের ঘোষিত কর্মসূচি হর ঘর তেরঙ্গা অভিযানকে সমাজের শেষ ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোর জন্য বদ্ধপরিকর শ্রেষ্ঠ ভুবন সামাজিক সংস্থা। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শ্রেষ্ঠ ভুবন সামাজিক সংস্থার সভাপতি বিপ্লব কান্তি ভৌমিক একথা জানিয়েছেন। আজ শ্রেষ্ঠ ভবন সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আগরতলা প্রেসক্লাবে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে শ্রেষ্ঠ ভুবন সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শ্রেষ্ঠ ভবন সামাজিক সংস্থা রাষ্ট্র হিতে সমাজের মঙ্গলার্থে দীর্ঘদিন যাবত কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এই কাজের ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শ্রেষ্ঠ ভুবনকে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য একটি শুভেচ্ছা বার্তা প্রেরণ করেন। তার অঙ্গ হিসেবে আজকের এই অনুষ্ঠান। আজ গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভকে জাতীয় পতাকা প্রদানের মাধ্যমে "হর ঘর তেরঙ্গা "অভিযানের শুরু করেন।

শ্রাবণ মাসে সমুদ্র মন্থনের সময় পৃথিবীতে রক্ষা করতে বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব। বিষমুক্ত করার জন্য গঙ্গাজল ঢেলে ছিল দেবতারা। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী এই রিতিকে মান্যতা দিয়ে করতে ভক্তরা আজও ভোলে বাবা বলে জয়ধ্বনি দিয়ে দূরদূরান্ত থেকে ভারে করে জল এনে শিবের মাথায় দিচ্ছেন।। তারই দৃশ্য দেখা গেল সহ রাজ্যের বহু জায়গায়।

রাজ্যের বাজারগুলিকে আধুনিক রূপে পরিণত করাই নিগমের লক্ষ্য: মেয়র

আগরতলা, ৫ আগস্ট : রাজ্যের বাজারগুলিকে আধুনিক রূপে পরিণত করে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ায় নিগমের একমাত্র লক্ষ্য। আজ অল ত্রিপুরা মিনি ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। প্রসঙ্গত, পূর্ব ও নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোমবার রাজধানী আগরতলা দুর্গা চৌমুহনী স্থিত বিপণী বিতানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, রাজধানীর সব বিপনী বিতান গুলিতে তিনি অভিযান করছেন সেই মোতাবেক দুর্গা চৌমুহন বিপনি কিছুদিন আগে অভিযানে গিয়ে জানতে পারেন সেই বাজারে বেশ কিছু দোকান প্রায় সময়ই বন্ধ থাকে। পাশাপাশি কিছু ব্যবসায়ীদের বকেয়া বাকি রয়েছেন।

ইতিমধ্যে তাদের চিঠি পাঠানো হয়েছে ও বাজার কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া, এদিন আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এই সভায়। তিনি বলেন, আগরতলা বাজারগুলিকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে এরকম অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারের শেষ লগ্নে ময়দানে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৫ আগস্ট: ত্রিপুরায় ভোট প্রচারের শেষ লগ্নে ফটিকরায় বিধানসভায় জেগে উঠলো বিরোধী দল কংগ্রেস। জেলা ও রাজ্য স্তরীয় নেতাদের নিয়ে সভা ও রোড-শো করে জনতার কাছে ভোট চাইলো হাত শিবির। আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে জমে উঠেছে শাসক বিরোধীদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লক এলাকাতেও তুঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচার কর্মসূচী।

হাতে আর মাত্র একটি দিন। এর পরই শেষ হবে নির্বাচনী সরব প্রচার। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে ভোট প্রচারের শেষ লগ্নে ফটিকরায় বিধানসভায় হঠাত জেগে উঠলো কংগ্রেস। বছরভর তাদের ময়দানে দেখা না গেলেও নির্বাচনের মুখে স্থানীয় এমড়াপাশা বাজারে নিজেদের অস্তিত্বের জানান দিয়ে প্রচারের ঝাঁজ বাড়ালো হাত শিবির।

মনোনিত প্রার্থীদের সমর্থনে জেলা ও রাজ্য স্তরীয় নেতৃত্বদের উপস্থিতে এমড়াপাশা এলাকায় বর্নাঢ্য রেলি ও সভা সংগঠিত করলো ফটিকরায় ব্লক কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন, দলের দুই বিধায়ক বীরজিত সিনহা ও গোপাল রায়, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আইনজিবি পিযুশ কান্তি বিশ্বাস, প্রাক্তন যুব কংগ্রেস সভাপতি তথা পশ্চিম বাংলা যুব কংগ্রেসের কো ইনচার্জ রাখু দাস সহ অন্যান্যরা। সাধারন মানুষ তার বাক স্বাধীনতা হারিয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন বিজেপির শাসনে সাধারন মানুষ আক্রান্ত। তাদের কোন নিরাপত্তা নেই রাজ্যে। রাজ্যের মন্ত্রী বিধায়করা নিকোজিয়েশন বানিজ্যে জড়িয়ে পরেছে বলে অভিযোগ বরিষ্ঠ নেতার।

জলে ডুবে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর,৫ আগস্ট : পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। ওই ঘটনায় বক্সনগর আর ডি ব্লকের অধীনে দক্ষিণ কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পালপাড়া গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কিছুদিন পূর্বে বক্সনগর আর ডি ব্লকের অধীনে দক্ষিণ কলমচৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পালপাড়া গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন মধু পাল(৫০)। তাঁর বাড়ি সিদাই মোহনপুর দিগালিয়া গ্রামে। আজ সকালে পুকুরে ছেলেকে নিয়ে স্নান করতে গিয়েছিলেন তিনি। তখনই জলে জলে তলিয়ে গিয়েছেন তিনি। সাথে সাথো তাকে উদ্ধার করে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

বিদ্যুৎ বিল দিতে গিয়ে হয়রানির শিকার ভোক্তারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: বিদ্যুৎ বিল দিতে গিয়ে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন বিদ্যুৎ ভোক্তারা। ঘটনা বড়দোয়ালী বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

বিদ্যুৎ নিগমের বড়দোয়ালী অফিসে রিচার্জের নামে মানুষের সাথে হয়রানি করা হচ্ছে। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে অনেক ভোক্তা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও দুপুর ১টার পরও রিচার্জ করাতে পারেননি। অফিসের তরফে তাদের ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন কারণ বলা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অফিসের খালি ঘরে পাখা ঘুরছে। অথচ ভোক্তাদের জন্য পাখা নেই। নিগমের গাফিলতির জন্য মানুষের এত দুর্দশা বলে অভিযোগ ভোক্তাদের। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভোক্তারা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ উদ্যোগে ৫০ লক্ষাধিক টাকার কাপড় উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ আগস্ট : পুলিশ এবং বিএসএফের যৌথ উদ্যোগে বস্তা ভর্তি কাপড় উদ্ধার হল।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার সন্ধ্যায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন বিলোনিয়া মহকুমার অধীনে মতাই মুসলিম পাড়ার একটি বন্ধ ঘর থেকে বিএসএফ এবং বিলোনিয়া থানার পুলিশ ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সনৎ দেওয়ানের উপস্থিতিতে আট বস্তা কাপড় উদ্ধার করে। যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বলে জানা যায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

শুরু হল বিডিএস ২০২৩-২৪ সালের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ ও আইজিএম হাসপাতালের ইতিহাসে আজ একটি উল্লেখযোগ্য দিন। আজ বিডিএস ২০২৩-২৪ সালের প্রথম ব্যাচের পরীক্ষার্থীদের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা সফলভাবে শুরু হয়েছে।

জেনারেল অ্যানাটমি, এমব্রায়োলজি এবং হিস্টোলজির প্রথম পত্র ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি এবং ডেন্টাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। থিওরি এবং প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা আগামী ১৭ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত হবে। শীঘ্রই নীট কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে ২০২৪-২৫ বর্ষের দ্বিতীয় ব্যাচের ভর্তি সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে।

উত্তর জেলায় হোস্টেল পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত চুরাইবাড়ি ও কদমতলা দুটি হোস্টেল পরিদর্শন করেন জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। সোমবার উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা এসটি বয়েজ হোস্টেল পরিদর্শন করেন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। যেখানে তিনি রান্নাঘরসহ হোস্টেলের সমস্ত কিছু পর্যালোচনা করেন। মন্ত্রীসহ আধিকারিক হোস্টেল চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন।

হোস্টেলের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় নিয়ে তিনি তার দপ্তরের আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে আলোচনা করেন। পরবর্তী সময়ে, তিনি চুরাইবাড়ি খাদিমপাড়া এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি এনজিও পরিচালিত ওশিয়ান হার্টস জনজাতি গার্লস হোস্টেল পরিদর্শন করেন। এখানে তিনি হোস্টেলের সমস্ত ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন এবং ছাত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, বেসরকারি এনজিও পরিচালিত হোস্টেলের নামে অনেক অভিযোগ রয়েছে। তাই তিনি এদিন ঝটিকা সফর করেছেন। প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ আগস্ট: ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের গোলকপুর চা বাগানের ৩নং ওয়ার্ড এলাকার রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে এলাকার লোকজন সোমবার বিক্ষোভে শামিল হন।

কৈলাসহর চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে গোলকপুর চা বাগানের ৩নং ওয়ার্ড এলাকার রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সোমবার সকাল বেলা বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসী। স্থানীয়রা জানায় বিগত বেশ কিছু বছর ধরে ওই এলাকায় রাস্তা সংস্কারের কাজ হচ্ছে না। যার ফলে রাস্তাটির বেহাল দশায় পরিণত হয়। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল কাঁদায় একাকার হয়ে যায় উত্তর রাস্তাটি। কচিকাঁচাদের স্কুলে যেতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। পাশাপাশি গর্ভবতী মহিলা কিংবা মুমূর্ষ রোগীদের হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া একপ্রকার দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এলাকাবাসীরা সোমবার সকালবেলা রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। উনারা বলেন যদি এই রাস্তাটি সংস্কার না হয় তাহলে উনারা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

মুজাফফর আহমেদের ১০৬ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: একজন ভারতীয় --- বাঙালি রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সহ-প্রতিষ্ঠাতা মুজাফফর আহমেদ। আজ তাঁর ১০৬ তম জন্মবার্ষিকী। যথাযথ মর্যাদায় সিপিআইএম সদর দপ্তরে পালন করা হয়েছে। এদিন তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ বাম নেতৃত্বরা। পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমের সামনে উনার জীবনের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ ই আগস্ট বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় মুজাফফর আহমেদ জন্মদিন করেছিলেন। আজ তাঁর ১০৬ তম জন্মবার্ষিকী। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় --- বাঙালি রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

তাছাড়া শ্রী আহমেদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ১৯২২ সালে কলকাতায় ভারত সাম্যতন্ত্র সমিতি গঠিত হয় যার সেক্রেটারি ছিলেন তিনি। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে এসএ ডাঙ্গে , নলিনী গুপ্তা এবং শওকত উসমানীর সাথে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় তার ভূমিকার কারণে তাকে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে অসুস্থতার কারণে তিনি মুক্তি পান। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম, হেমন্ত কুমার সরকার এবং অন্যান্যদের সাথে বাংলায় লেবার স্বরাজ পার্টি সংগঠিত করেন।

আগরতলা শহর এলাকার জন্য ডেটা সেন্টারের উদ্বোধন করলেন মুখ্য সচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: সোমবার চিফ সেক্রেটারি জিতেন্দ্র কুমার সিনহা, আইএএস স্মার্ট সিটি মিশনের অধীনে ডেটা সেন্টারের উদ্বোধন করেন। সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মার্ট সিটি মিশনের অধীনে ডেটা সেন্টারের উদ্বোধন করেন।

মুখ্য সচিব ছাড়াও ওই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক সিং, আইএএস সেক্রেটারি, নগর উন্নয়নের সি ই ও এ এস সি এল এবং কমিশনার পুর নিগম ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব। ৩৩ কোটি টাকা ব্যয় করে শহরাঞ্চলের জন্য এই ডেটা সেন্টারের উদ্বোধন হল।

বিএসএফ এবং পুলিশের যৌথ অভিযানে ২৯৭ টি এসকফের বোতল সহ ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

আগরতলা, ৫ আগস্ট: গতকাল গভীর রাতে বিএসএফ এবং পি আর বাড়ি থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল। অভিযানে ২৯৭টি এসকফের বোতল এবং ১০ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। কিন্তু ওই ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনার বিবরণে রাজনগর পিআর বাড়ি থানার ওসি রতন রবি জানিয়েছেন, গতকাল ৬৯ নং বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান-এর কাছে খবর আসে রাজনগর কেন্দ্রের দক্ষিণ রাধানগর এলাকার সখিল দাসের বাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। ওই খবরের ভিত্তিতে পি আর বাড়ি থানার পুলিশ ও বিএসএফ ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে সখিল দাসের বাড়ির কুঁড়ে ঘরে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ২৯৭টি এসকফের বোতল ও দশ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। কিন্তু বাড়ির মালিক সখিল দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। বাড়িতে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে গা ঢাকা দেয় সে।

তিনি আরও বলেন, পুলিশ আইনি প্রক্রিয়া শেষে বাড়ি থেকে উদ্ধারকৃত নেশা সামগ্রী নিয়ে থানায় নিয়ে গিয়েছে। পুলিশ তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।

অল ত্রিপুরা মিনি ট্রাক এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিধায়ক দীপক মজুমদারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ আগস্ট: অল ত্রিপুরা মিনি ট্রাক এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নব নির্বাচিত বিধায়ক তথা মেয়র দীপক কুমার মজুমদারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সোমবার দুর্গা চৌমুহনী বিপণী বিতানে অল ত্রিপুরা মিনি ট্রাক এসোসিয়েশনের সাধারন সভার পাশাপাশি রামনগরের নবনির্বাচিত বিধায়ক দীপক মজুমদারকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি শহরকে যানজট মুক্ত রাখতে যানবাহন মালিক ও শ্রমিকদের সহযোগিতা কামনা করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মেয়র তথা রামনগর কেন্দ্রে নবনির্বাচিত বিধায়ক দীপক মজুমদার ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৪ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর স্নিগ্ধা দাস দেব সহ অন্যান্যরা। কিছুদিন পূর্বে মেয়র

দুর্গা চৌমুহনী বিপনী বিতান পরিদর্শন করেছিলেন। সেখানে একটি সংগঠনের বেআইনি দখল উনার নজরে পড়েছিল। তাদেরকে সাত দিনের ভিতরে জায়গা খালি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আজ তারা নিজেরাই মেয়রের হাতে চাবি তুলে দিলেন সেই ঘরের।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।